NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মের সার্ধশতবর্ষ পূরণ উপলক্ষে বিশেষ

২ ঘণ্টায় কামিন্সের রেকর্ড ভেঙে আইপিএলে সবচেয়ে দামি স্টার্ক ৮

কলকাতা ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ ৩ পৌষ ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ১৮৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 20.12.2023, Vol.17, Issue No. 188, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

জ্ঞানবাপী মামলায় খারিজ মুসলিম পক্ষের আবেদন

এলাহাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর: জ্ঞানবাপী মামলায় বড়সড় ধাক্কা খেল মুসলিম পক্ষ। তাদের দায়ের করা সমস্ত আবেদন খারিজ করে দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এছাড়াও মসজিদ চত্বরে মন্দিরের পুনর্নির্মাণের আবেদনগুলোর দ্রুত শুনানি শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বারাণসীর আদালতকে। উল্লেখ্য, বারাণসী আদালতে হিন্দু পক্ষের দায়ের করা মামলার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল অঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটি, উত্তরপ্রদেশ সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড-সহ আরও কয়েকটি মুসলিম সংগঠন। তাদের দাবি, ১৯৯১ সালের ধর্মস্থান আইন মোতাবেক জ্ঞানবাপীর ধর্মীয় চরিত্র ও শৈলী বদলানো যাবে না। প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের সরকার দেশকে সাম্প্রদায়িক বিপদ থেকে বাঁচাতে প্রণয়ন করেছিল ধর্মস্থান আইন। জ্ঞানবাপী মসজিদ কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের কাছে যে আরজি পেশ করেছে, তার ভিত্তিও ওই কেন্দ্রীয় আইন, যাতে বলা হয়েছে, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় অগুনতি ধর্মস্থানের চরিত্র যেখানে যেমন ছিল, তেমনই থাকবে। কোনওরকম অদলবদল ঘটানো যাবে না। একমাত্র ব্যতিক্রম অযোধ্যা। সারার্থ, অযোধ্যা ছাড়া দেশের আর কোনও ধর্মস্থানের চরিত্র কোনওভাবেই বদলানো যাবে না। সোমবারই জ্ঞানবাপীর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা নিয়ে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দিয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। তার পরের দিনই দ্রুত শুনানির নির্দেশ দিল উচ্চতর আদালত। ১৯৯১ সালে জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে পুজো করার অনুমতি চেয়ে বারাণসী আদালতে মামলা দায়ের হয়। পালটা আবেদন করে আদালতের দ্বারস্থ হয় মুসলিম পক্ষও। তবে দীর্ঘ শুনানির পরেও জ্ঞানবাপী মসজিদের বিবাদ নিষ্পত্তি হয়নি। এহেন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার মুসলিম পক্ষের দায়ের করা মামলাগুলো খারিজ করে দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। মসজিদ চত্বরে মন্দিরের পুনর্নির্মাণ চেয়ে যে আবেদনগুলো জমা হয়ে রয়েছে, আগামী ৬ মাসের মধ্যে তার শুনানি শেষ করতে হবে বলেও বারাণসীর আদালতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট জানায়, মসজিদ চত্বরটি হয় হিন্দু নয় মুসলিম- কোনও এক পক্ষের বৈশিষ্ট্যই বহন করবে। এভাবে মামলা চলতে থাকলে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন মামলা চলার ফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ভারতের বৃহত্তম দুই সম্প্রদায়ের উপর। তাই দ্রুত শুনানি করে ছমাসের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করে ফেলতে হবে।

ঢেলে সাজানো হচ্ছে বিধানসভার নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভার সাম্প্রতিক হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্য বিধানসভার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। মঙ্গলবার বিধানসভা ভবনে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে অধ্যক্ষ জানান, বেশ কিছু শৈথিল্য ধরা পড়েছে। তা দূর করা হবে। বাড়তি পুলিশের জন্য কমিশনারকে অনুরোধ করা হয়েছে। বেশ কিছু নতুন বিধিনিষেধ চালু করা হচ্ছে। সর্বদল বৈঠক ডেকে সমস্ত সদস্যদের তা জানানো হবে। সূত্রের খবর, বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে মন্ত্রী, বিধায়ক, বিরোধী দলনেতার ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীদের বসার জন্য আলাদা জায়গা করা হচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশকেও বলা হয়েছে বিধানসভায় বাহিনী বৃদ্ধি করা হোক। কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল জানান, বিধানসভার নিরাপত্তায় আমরা সবসময় কড়া নজর রাখি। নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়। লোকসভার ঘটনার থেকে শিক্ষা নিয়ে বিধানসভার নিরাপত্তায় কড়া নজর রাখা হচ্ছে। আমাদের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ থেকে রিজার্ভ ফোর্স, স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় রেখে কাজ করে। নতুন ঘটনা আমাদের অনেক কিছু শেখায়।

বিরোধীদের প্রধানমন্ত্রী মুখ হোন খাড়গে, প্রস্তাব মমতার

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও সমর্থন কেজরির

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর: বিরোধীদের প্রধানমন্ত্রী মুখ কে? এত দিন পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বিরোধী নেতারা বলতেন, ভোটের পর তা ঠিক হবে। সোমবারও মমতা সেই কথা বলেছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে সেই মমতাই চমক দিলেন। বিরোধী জোটের প্রধানমন্ত্রী মুখ হিসেবে সরাসরি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম প্রস্তাব করেন মমতা। তাঁকে সমর্থন করেন কংগ্রেসের 'তীব্র বিরোধী' হিসেবে পরিচিত আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। যদিও এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি মঙ্গলবারের জোট বৈঠকে। এ সংক্রান্ত আলোচনাও বেশি দূর এগোয়নি বলে সূত্রের খবর।

মঙ্গলবার দিল্লিতে হল 'ইন্ডিয়া'র চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ বৈঠক। বৈঠক শুরু হয় বেলা ৩টের কিছু পরে। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। মমতা বৈঠকে বলেন, খাড়গে অভিজ্ঞ রাজনীতিক। তিনি অনগ্রসর শ্রেণি থেকে উঠে আসা। তাই তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী মুখ করে ২০২৪-এর ভোটে লড়াইয়ের দিকে যাওয়া হোক। যদিও খাড়গে এরপর বলেন, তিনি গরিব মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করতে এসেছেন। আর আগেভাগে এ সব করার কোনও দরকার নেই। ভোটে জেতার পর এই বিষেয়গুলি ঠিক করা হোক। মমতার প্রস্তাবে কেজরিওয়াল সমর্থন করেছেন এটা যেমন ঠিক, তেমন বাকি দলগুলি এই প্রস্তাব নিয়ে খুব একটা উৎসাহ দেখাননি সেটাও বাস্তব। প্রসঙ্গত, সোমবার বিকেলে কেজরিওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবারের বৈঠকের মূল আলোচ্য ছিল রাজ্যে রাজ্যে আসন সমঝোতার বিষয় ঠিক করা। কিন্তু এই বৈঠক থেকেও সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি। তবে প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, 'ইন্ডিয়া' ঠিক করেছে, এ বার রাজ্যে রাজ্যে যৌথ প্রচারে নামা হবে। আর সময় নেই। তবে সব রাজ্যে জোটের ছবি কতটা মজবুত হবে তা নিয়ে সংশয়ও রয়েছে রাজনৈতিক মহলের অনেকের।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, তৃণমূল নেত্রী এদিন সুকৌশলে বুঝিয়ে দিলেন নেতৃত্বের জন্য তিনি লালায়িত নন। বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করায় তাঁর মূল লক্ষ্য। আবার একই সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন, রাহুল গান্ধির নেতৃত্বের উপর তাঁর একেবারে আস্থা নেই। কংগ্রেসে আপত্তি নেই, আপত্তি রাহুলের অপরিপক্কতায়।

আসন সমঝোতায় নয়া কমিটি

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর: হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যে বিধানসভা ভোটে বিজেপির কাছে হারের জেরে 'একলা চলো' নীতি থেকে সরার বার্তা দিল কংগ্রেস। আগামী লোকসভা ভোটে বিভিন্ন রাজ্যে সহযোগী দলগুলির সঙ্গে আসন সমঝোতার লক্ষ্যে মঙ্গলবার পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গড়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে দলের তরফে। প্রাক্তন লোকসভা সাংসদ মুকুল ওয়াসনিকের নেতৃত্বে গঠিত ওই কমিটিতে রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বঘেল, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সলমন খুরশিদ এবং এআইসিসির প্রাক্তন মুখপাত্র মোহন প্রকাশ রয়েছেন বলে কংগ্রেসের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ 'ইন্ডিয়া'র নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের দিনই এই পদক্ষেপ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

সংসদে অব্যাহত গণ সাসপেনশন

চলতি অধিবেশনে সাসপেন্ড হলেন ১৪১ বিরোধী সাংসদ

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর: সোমবারের পর মঙ্গলবারও জারি গণ সাসপেনশনের ধারা। এদিন লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হলেন ৫০ জন সাংসদ। জানা গিয়েছে, গোটা শীতকালীন অধিবেশনেই আর থাকতে পারবেন না সাসপেন্ড হওয়া জনপ্রতিনিধিরা। মঙ্গলবার লোকসভার ৪৯ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করার পর চলতি অধিবেশনে সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে সাসপেনশনের মুখে পড়লেন মোট ১৪১ জন বিরোধী সাংসদ। ভারতের ইতিহাসে এমন নজির নেই। কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ মণীশ তিওয়ারির কথায়, 'পুলিশ রাষ্ট্রের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেশকে।' সাংসদদের সাসপেন্ড করার পরেই মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা অধিবেশন।

শুক্রবার পর্যন্ত সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলার কথা। আপাত ভাবে দেখা যাচ্ছে শীতকালীন অধিবেশনের বাকি তিন দিন সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় শাসক শিবিরকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে থাকছেন ১০০ জনেরও কম বিরোধী সাংসদ। নিম্নকক্ষ লোকসভায় থাকছেন প্রায় ১০০ জন বিরোধী সাংসদ। এই বিরোধী সাংসদদের মধ্যে রয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের শাসকদল জগন্মোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেসের সাংসদেরা। এই তালিকায় রয়েছেন ওড়িশার শাসকদল নবীন পট্টনায়কের বিজেডির রাজ্যসভা এবং লোকসভার সদস্যেরাও। খাতায়কলমে বিরোধী শিবিরের অংশ হলেও এই দুই দলের সাংসদদের সাম্প্রতিক অতীতে একাধিক বার বিভিন্ন বিতর্ক কিংবা বিল পাশের ক্ষেত্রে শাসক বিজেপির পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে। সেই অঙ্ক মাথায় রাখলে সংসদে বিরোধী শিবির আরও 'সংখ্যালঘু' হবে।

তবে লোকসভায় বিজেপি এবং এনডিএ জোটভুক্ত দলগুলির সদস্যসংখ্যা ৩০০-র বেশি। শাসক শিবিরের কোনও সাংসদই সাসপেন্ড হননি এই অধিবেশনে।

সংসদে হট্টগোলের জেরে মঙ্গলবার লোকসভায় ৪৯ জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার ওম বিড়লা। গত সোমবার সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে মোট ৭৮ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। গত সপ্তাহে সাসপেন্ড করা হয়েছিল ১৪ জন সাংসদকে। চলতি অধিবেশনের মতো আর কোনও অধিবেশনে কখনও এত জন সংসদকে একসঙ্গে সাসপেন্ড করা হয়নি। অনেকেই মনে করছেন মঙ্গলবার কার্যত বিরোধীশূন্য হয়ে গেল সংসদ। সংসদের ভিতরে অভব্য আচরণ, সংসদের গরিমা নষ্ট এবং স্পিকার (লোকসভার ক্ষেত্রে) এবং চেয়ারম্যান (রাজ্যসভার ক্ষেত্রে)-কে অবমাননার অভিযোগে এই সাংসদদের সাসপেন্ড করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

গত বুধবার লোকসভায় রংবোমা হানার ঘটনার পর থেকেই সংসদ ভবনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অধিবেশনে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। গত সপ্তাহের পর সোম এবং মঙ্গলবারেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতির দাবিতে ওয়েলে নেমে স্লোগান তোলেন তাঁরা।

ধনখড়কে মিমিক্রি কল্যাণের, ভিডিও করলেন রাহুল গান্ধি

অনভিপ্রেত ও লজ্জাজনক, প্রতিক্রিয়া জানালেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর: সাংসদদের বহিষ্কারের প্রতিবাদে মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে দেখা গেল অভিনব দৃশ্য। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নকল করলেন উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়কে। একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, নিজের মোবাইল ফোনে কল্যাণের সেই অঙ্গভঙ্গি রেকর্ড করছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। এই ঘটনায় তীব্র উষ্মা প্রকাশ করলেন ধনখড়। তিনি বলেন, যা করেছেন সাংসদরা তা 'অনভিপ্রেত' এবং 'লজ্জাজনক'।

গত ১৩ ডিসেম্বর সংসদে হামলা হয়েছিল। বড় অঘটন না ঘটলেও নিরাপত্তায় গাফিলতির প্রশ্ন ওঠে। ইতিমধ্যে ওই ঘটনায় ৬ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। অন্যদিকে বিরোধীরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিবৃতি চেয়ে সরব হয়। এর জেরে সংসদের দুই কক্ষে হইহট্টোগোলে গতকাল সাসপেন্ড হন ৭৮ জন সাংসদ। মঙ্গলবার আরও ৫০ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধেই সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল ইন্ডিয়া জোট। সেখানেই রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের নকল করে বিতর্কে জড়ালেন বিরোধী সাংসদরা।

একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের মিমিক্রি করছেন। সেই ভিডিও রেকর্ড করতে দেখা যায় রাহুল গান্ধিকে। ওই ভিডিও দেখে চরম উষ্মা প্রকাশ করেন ধনখড়। তিনি বলেন, 'লজ্জাজনক, হাস্যকর, অগ্রহণযোগ্য যে একজন এমপি ব্যঙ্গ করছেন এবং দ্বিতীয় এমপি সেই ঘটনার ভিডিও করছেন।'

এবার জ্যোতিপ্রিয়র বনদপ্তরে হানা ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের হানা বনদপ্তরে। সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে সল্টলেকে অরণ্য ভবনে হানা দেয় ইডি। সঙ্গে এ খবরও মিলছে, রেশন দুর্নীতির তদন্তেই এই হানা। প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতিতে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু। এই জ্যোতিপ্রয়ই আবার রাজ্যের বর্তমান বনমন্ত্রী।

এদিকে রেশন দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই ইডি চার্জশিট পেশ করেছে। তাতে নাম রয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বাকিবুর রহমানের। ইডি চার্জশিটে উল্লেখ করেছে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রেশনে দুর্নীতি চলেছে। খাদ্য দুর্নীতি মামলায় কয়েকদিন আগে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে যে চার্জশিট ইডি জমা দিয়েছে, সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, এই খাদ্য দুর্নীতি অর্থাৎ একদিকে বণ্টন, অন্যদিকে ধান কেনা নিয়ে দুর্নীতি চলছিল ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। অর্থাৎ ২০২১ সালে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দপ্তর বদলের পরও এই দুর্নীতি রমরমিয়ে চলছিল।

সেই সূত্রেই নথি ও তথ্যের খোঁজে ইডির অরণ্য ভবনে হানা বলে জানা গিয়েছে। সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দুপুর ১টা ৫ মিনিট নাগাদ সল্টলেকের অরণ্য ভবনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে হাজির হন ইডি আধিকারিকরা। তাঁরা সোজা চলে যান ৯ তলায় বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের খাস কামরায়। ফলে স্বভাবতই জল্পনা ছড়িয়েছে খাদ্য দুর্নীতি মামলা হঠাৎ কেন অরণ্য ভবনে হানা দিলেন ইডির আধিকারিকেরা। রেশন-তদন্তের হাত ধরে আবার নতুন কোনও পর্দা না ফাঁস হয় সেই দিকেও তাকিয়ে রাজনীতির কারবারিরা।

এদিনের ইডির এই অভিযান ঘিরে সামনে আসছে এ প্রশ্নও যে জ্যোতিপ্রিয় দপ্তর বদলের পরেও যদি খাদ্য দপ্তরে সেই দুর্নীতি চলে, তাহলে কি দপ্তর বদলের পরেও অরণ্যভবনের ৯ তলার দপ্তর থেকে খাদ্য দপ্তরের দুর্নীতির সুতো সামলাতেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক নিজেই? সূত্রের খবর, বাকিবুর রহমানের হালহকিকত জানতে তাঁর শ্যালক অভিষেক বিশ্বাসকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি।

সেই অভিষেকই নাকি জানিয়েছেন, বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আশীর্বাদেই অরণ্য ভবনে চাকরি পেয়েছেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য ইডি আধিকারিকরা যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করেই বেশ কিছু জোরাল তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। যাঁর উপর ভিত্তি করে দপ্তর হারানোর পরও অরণ্য ভবনে বসেই পুরনো দপ্তরের দুর্নীতির সমস্ত কলকাঠি নাড়তেন জ্যোতিপ্রিয়। তাই যখন খাদ্য দুর্নীতির পরিধি তদন্তের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বড় হচ্ছে এবং দুর্নীতির টাকার অঙ্ক বাড়ছে, তখন ইডি আধিকারিকদের সন্দেহ অরণ্য ভবনে মন্ত্রীর ঘরে বা তাঁর আপ্তসহায়কের ঘরে খোঁজ মিলতে পারে নতুন কোনও তথ্যের।

ডিসেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত হোক আসন সমঝোতা

সময় বাঁধলেন মমতা

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর: বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে লোকসভা ভোটের আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করতে সময় বেঁধে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার শাসকদল তৃণমূলের তরফে মঙ্গলবারের বৈঠকে সরাসরি বলা হয়, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যওয়াড়ি আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করতে হবে। 'তাৎপর্যপূর্ণ' ভাবে মমতার ওই প্রস্তাবের পরেই বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্বকে দ্রুত দিল্লিতে তলব করেছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। সূত্রের খবর, সেখানেই বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে আসন সমঝোতার বিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের মতামত শুনবে হাইকমান্ড। তার পরে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হবে।

প্রদেশ কংগ্রেসের একটি সূত্রের দাবি, প্রাথমিক ভাবে ছ'টি আসন চেয়ে কথা শুরু করবে কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের একটি সূত্রের দাবি, ইতিমধ্যেই রাহুল গান্ধির সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে প্রাথমিক কথা হয়ে রয়েছে মমতার। সেখানে কথা হয়েছে বহরমপুর, মালদা দক্ষিণ এবং রায়গঞ্জ আসন তিনটি নিয়ে।

ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল চিন, মৃত অন্তত ১১৮

বেজিং, ১৯ ডিসেম্বর: ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল চিন। তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বাড়িঘর। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অন্তত ১১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। সোমবার গভীর রাতে উত্তর-পশ্চিম চিনের গানসু এবং কিংহাই প্রদেশ কেঁপে উঠে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.২। অনেক বহুতল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। দুই প্রদেশ মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১১৮। আহতের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে যারা আটকে পড়েছেন তাঁদের উদ্ধারে কাজ শুরু করে দিয়েছেন উদ্ধারকারীরা। জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে উত্তর-পশ্চিম চিনের গানসু এবং কিংহাই প্রদেশ কেঁপে উঠে। চিনা সংবাদমাধ্যম সিসিটিভি সূত্রে খবর, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.২। এর ফলে অনেক বহুতল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। দুই প্রদেশ মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১১৮। আহত বহু। ধ্বংসস্তূপের নীচে যারা আটকে পড়েছেন তাঁদের উদ্ধারে কাজ করছেন উদ্ধারকারীরা। চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যম জিনহুয়া জানিয়েছে, শুধুমাত্র গানসু প্রদেশেই ১০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ভূমিকম্পের ফলে পরিকাঠামো বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু এলাকা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জলের পাইপ ফেটে গিয়েছে। এহেন বিপর্যয়ের মোকাবিলায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করার বার্তা দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। বিপর্যস্ত গানসু এবং কিংহাই প্রদেশের আধিকারিকদের ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। উদ্ধারকাজে কোনও ত্রুটি যেন না থাকে তা নিশ্চিত করার কথাও বলেছেন শি। একইভাবে আহতদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন চিনের প্রিমিয়ার লি কিয়াং। বলে রাখা ভাল, গত বছরও বিধ্বংসী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল চিন। সেবার ভয়ংকর ভূমিকম্প অনুভূত হয় সিচুয়ান প্রদেশের কাংডিংয়ে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৬। প্রাণ হারিয়েছিলেন শতাধিক মানুষ। ২০০৮ সালে এই সিচুয়ানের ওয়েনচুয়ানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছিলেন অন্তত ৮ হাজার মানুষ। সেবার কম্পনের মাত্রা ছিল ৮।

জখম ৫০০-র বেশি

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১৮/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৪২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Gurudas Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sushil Kumar Sarkar ও S. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৮/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৪২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Nazir Hossain ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abdur Rakib ও T Abdur Rakib সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ০১/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৮৬ নং এফিডেভিট বলে Chandni Saha W/o. Abhijit Saha ও Chandni Khatun D/o. S. Mahammad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী
গত ১৮/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৯২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Liakat Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Sajed Rahaman ও Sk Sajed Bahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৩৪৩ নং এফিডেভিট বলে Shyamapada Das S/o. Anadi Das ও Shyamapada Das S/o. S. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৫/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৮৫৩ নং এফিডেভিট বলে Arjun Chowdhury S/o. Ram Lochan Chowdhury ও Arjun Chaudhuri S/o. R. Chaudhuri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৮/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০১ নং এফিডেভিট বলে Soudipta De S/o. Sibaprosad De ও Sodipta De S/o. S. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৮/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjit Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Asit Kumar Ghosh ও A. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৮/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৪২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Alokesh Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Phanindra Nath Sarkar ও P. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৯/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৯৯৮ নং এফিডেভিট বলে Rehena Khatun ও Rehena Bibi W/o. Abdul Hamid D/o. Nazibar Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৪/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮২৬৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Shampa Paul ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Samir Paul ও Dr Samir Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
আমি বাবুলাল রায়, পিতা ৺নারান রায়, সাং ও পোঃ ঘাটেশ্বর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া আমার ৩৪০৬ তাং ১৫.০৫.১৯৯১ নং জমির দলিলে নাম সুকুমার রায় হইয়াছে।১৪.০৯.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে বাবুলাল রায় ও সুকুমার রায় একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

E-Tender
E- Tenders are invited by The Prodhan, Chhitka Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill & P.O- Chhitkadaspara, Nadia. **NIT No - ET-18/5TH FC (TIED)/ Chh/2023-24,** Last date of submission - **02.01.2024 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Chhitka Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, সুচিত্রা বেরা দীং কর্তৃক ইং ২২/১২/২০ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ০৬১৮/২০২১ নং ভলুমের ৬৬ হইতে ৮২ এর ১১৬/২০ নং এবং অশোক মাখাল কর্তৃক ইং ৬/৭/২০২০ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ০৬১৮/২০২০ নং ভলুমের ৭০৫ হইতে ৭১৯ এর ৪৭/২০ নং জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী মূলে তাহাদের নামীয় নিজ অংশ জেলা হুগলীর মৌজা লস্করপুর গ্রাম-তালপুর থানা তারকেশ্বর জে.এল. নং ১৩, আর.এস.দাগ নং ২০৩০, ১০.৫০ শতক সম্পত্তি দেখভাল ও তত্ত্বাবধান করার জন্য শ্রী কাশীনাথ সামন্ত পিতা-৺কানাই লাল সামন্ত কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার সঠিক ভাবে কার্য না করায় পরবর্তীকালে ইং ৩১/৭/২০২৩ তারিখে এ্যাডভোকেট শ্রীলেখা মল্লিক কর্তৃক লিগ্যাল নোটিশ দ্বারা উপরোক্ত পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী রদ ও রহিত করিয়াছেন। উপরোক্ত কাশীনাথ সামন্তের আমমোক্তার হিসাবে আর কোনও ক্ষমতা নাই। উক্ত কাশীনাথ সামন্তর নিকট হইতে কেহ উপরোক্ত জমি খরিদ করিলে বা খরিদের নিমিত্তে বায়না করতঃ অগ্রীম বাবদ অর্থ দিলে তিনি তাহা নিজ দায়িত্বে করিবেন, তাহার জন্য মালিকপক্ষ কোনরূপ দায়ী থাকিবেন না।

স্বাক্ষর-
শ্রীলেখা মল্লিক
এ্যাডভোকেট
ডিষ্ট্রিক্ট জজ কোর্ট, হুগলী
১৯/১২/২৩

NAME CHANGE
I, **Jishu Kumar Dhara**, s/o Shri Bulganin Chandra Dhara, resident of 181, Parnashree Pally, PS - Parnashree, Kolkata - 700060 do hereby solemnly affirm and declare that my name has been wrongly recorded in few documents as **Jishu Dhara** instead of **Jishu Kumar Dhara**. Both the name, **Jishu Dhara** and **Jishu Kumar Dhara**, is the one and same identical person vide affidavit by 6th Judicial Magistrate, 1st Class at Alipore on 08/12/2023.

E-Tender
E- Tenders invited by the Pradhan, Natidanga- II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat **Samity), Thanarpara, Nadia. NIET NO. 10/SBM/15thFC/Nati-II/ 2023-24, 11/15thFC/Nati-II/ 2023-24, 12/15thFC/Nati-II/ 2023-24,** visit **www.wbtenders.gov.in** and Sealed Tenders **NIT NO. 13/15thFC/Nati-II/2023-24,** Last date of submission accordingly **27.12.2023 and 28.12.2023 up to 5 & 2p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Pradhan, Natidanga- II Gram Panchayat.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬০০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওথা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে ডিসেম্বর। ৩ রা পৌষ । বুধবার। অষ্টমী তিথি, জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা। বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই ।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি জোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি । বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি ।গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি :আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি :শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ও র সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে-পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে ।দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ডুমুরজলার ঝুপড়িতে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে গেল অসংখ্য ঘর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার ডুমুরজলা এলাকাতে আগুন লাগল মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। ড্রেনেজ ক্যানেল রোডের ধারে একটি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডটি ঘটে। কেউ কেউ বলছেন, শীতের সন্ধ্যায় কয়েকজন এলাকার পুকুরের ধারে আগুন জ্বালিয়ে তাপ নিচ্ছিলেন। আচমকাই দমকা বাতাসে আগুনের ফুলকি গিয়ে পড়ে একটি ঝুপড়ি। শীতের শুখা মরসুমে আগুন ধরতে দেরি হয়নি। ঘিঞ্জি এলাকায় একের পর এক ঝুপড়ি দ্রুত চলে যেতে থাকে আগুনের গ্রাসে। স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় চ্যাটার্জিহাট থানাতে। খবর যায় দমকল অফিসে।

যদিও আরও একটি সূত্রে খবর, গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ঘটনাটি ঘটেছে। মাঝে মধ্যেই আগুনের গ্রাসে বস্তির থেকে একের পর এক সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গিয়েছে বলেই বাসিন্দারা জানিয়েছেন। খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে ধাপে ধাপে আসে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে ৫০টি-র বেশি বাড়ি আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যদিও সংখ্যাটি এখনও নিশ্চিতভাবে জানাতে পারছেন না কেউ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তিনি বলেন, ‘যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই ১০ টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে গিয়েছে। আরও ইঞ্জিন আনা হচ্ছে। আগুন যাতে নতুন করে না ছড়ায়, সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে।’ এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ঘর তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী সুজিত বসু।

দীর্ঘ দেড় ঘন্টার বেশি সময় ধরে দমকলের ১০ টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। আগুন নেভানোর পর ঠান্ডা করার প্রক্রিয়া চালাতে এক ঘণ্টা বেশি সময় লাগতে পারে বলেই মনে করছেন দমকলের আধিকারিকরা।

‘সংসদের উভয় কক্ষে গণতন্ত্র বহিষ্কৃত হয়েছে’: বিমান বসু

নিজস্ব প্রতিবেদড়, হাওড়া: মঙ্গলবার হাওড়ার ময়দান এলাকাতে একটি বেসরকারি স্কুলের অনুষ্ঠানে এসে লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে ৭৮ জন সাংসদের বহিষ্কার প্রসঙ্গে কেন্দ্রের সমালোচনা করলেন বর্ষীয়ান বামনেতা বিমান বসু। তিনি বলেন, ‘এটা গণতন্ত্রের উপর চূড়ান্ত আঘাত। দেশের গণতন্ত্রের পীঠস্থান এই লোকসভা ও রাজ্যসভা, সেখানে যে পদ্ধতিতে ওই ৭৮ জন সাংসদকে বহিষ্কার করা হয়েছে তাতে বলা যায় সংসদের উভয় কক্ষে গণতন্ত্র বহিষ্কৃত হয়েছে।’ যদিও মঙ্গলবারের জোট বৈঠকে এর প্রভাব কতটা পড়বে ও পশ্চিমবঙ্গে জোটের ভবিষ্যৎ কী হবে তাই নিয়ে বিমান বসু বলেন, ‘আলোচনা হবে,অপেক্ষা করুন। সাংবাদিক বৈঠক করে সব বিস্তারিত জানান হবে। আমি এখানে রাজনীতি করতে আসিনি, তাই এই বিষয় নিয়ে কিছু বলবো না।’

যদিও বামপন্থী নেতার বক্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি সঞ্জয় সিং দাবি করেন, ‘সংসদে যে ঘটনা ঘটেছে তার বিরুদ্ধে গোটা দেশ প্রতিবাদ করেছে। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিন্দা করেছেন। গোটা বিষয়টি এখন তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্তের রিপোর্ট পেশ হলে তারপর অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন।

খুনীদের সঙ্গে কোনও জোট হবে না মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ইনসাফ যাত্রার ৪৭ তম দিনে মঙ্গলবার সকালে ব্যারাকপুর ওয়ারলেশ মোড় থেকে শুরু হয়েছে ডিওয়াইএফআইয়ের পদযাত্রা। ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদিকা মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই পদযাত্রা বিটি রোড ধরে টিটাগড়, পানিহাটিও বেলঘড়িয়া । সেখান থেকে বিরাটি হয়ে রাতে বারাসাত পৌঁছয় ইনসাফ যাত্রা। এদিন টিটাগড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, উট এখন পাহাড়ের নিচে এসেছে। খুনীদের সঙ্গে কোনও জোট হবে না। অপরদিকে পানিহাটিতে মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, কাজ ও শিক্ষার দাবিতে এবং চোর ও দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে তাদের এই ইনসাফ যাত্রা। মিনাক্ষীর দাবি, শিল্পাঞ্চল জুড়ে গুন্ডাগিরি ও মাফিয়াগিরি বাড়ছে। অথচ পুলিশ কেন চুপ। পুলিশ মন্ত্রী তো মমতা ব্যানার্জি নিজেই। প্রসঙ্গত, ইনসাফ যাত্রা শেষে আগামী ৭ জানুয়ারি ব্রিগেডে সভা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বন্ধন ব্যাংকের ‘ইন্সপায়ার’ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ‘ইন্সপায়ার’ নামে একটি বিশেষ পরিষেবা চালু করল বন্ধন ব্যাঙ্ক। ‘ইন্সপায়ার’ নামে এই বিশেষ পরিষেবায় ব্যাঙ্কের প্রবীণ নাগরিক গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুদের হার, অগ্রাধিকারমূলক ব্যাঙ্কিং এবং ডোরস্টেপ ব্যাঙ্কিং এর মতো বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, প্রবীণরাও পাবেন বিশেষ স্বাস্থ্য পরিষেবা। এর মধ্যে রয়েছে ওষুধ কেনা, ডায়াগনস্টিক, চিকিৎসা ইত্যাদির উপর বিশেষ ছাড়। এছাড়াও সহযোগী হেলথ কেয়ার সার্ভিস প্রোভাইডারদের মাধ্যমে, ডাক্তারের পরামর্শ, মেডিক্যাল চেক-আপ এবং দাঁতের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও মিলবে বিশেষ ছাড়। প্রবীণ গ্রাহকদের জন্য ব্যাঙ্কিং পরিষেবা আরও সহজ করে তুলতে, খুব শীঘ্রই ফোন ব্যাঙ্কিং অফিসারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মতো সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনাও করছে বন্ধন ব্যাঙ্ক

এমসিসিআই-তে অনুষ্ঠিত ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া- আত্মনির্ভর ভারতের সক্ষমকারী’ বিষয়ক বিশেষ অধিবেশনে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের সচিব এস. কৃষ্ণন বক্তব্য রাখছেন। তার বাঁ দিকে এমসিসিআইয়ের সভাপতি নমিত বাজোরিয়া।

আচমকা হাওড়া ফেরি সার্ভিস বন্ধের বিজ্ঞপ্তিতে বিতর্ক, খোঁচা বিজেপির ‘চাপের মুখে’ ফের চালু পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মঙ্গলবার ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর রবিবার পর্যন্ত বন্ধ থাকবে হাওড়া ফেরি সার্ভিস। হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই শুরু হল বিতর্ক। কারণ, ২৪ ডিসেম্বর ব্রিগেডে গীতাপাঠের আয়োজন। আসবেন অসংখ্য মানুষ। এই সিদ্ধান্তের পিছনে রাজ্য সরকারের চক্রান্ত আছে বলেই সরব হয়েছিল গেরুয়া শিবির। সমালোচনা করেছিলেন বাম নেতা বিমান বসুও। এ নিয়ে বিতর্ক হতেই কিছুক্ষণের মধ্যে চালু হয়ে গেল পরিষেবা।

যে কোনওদিন বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি ছিলই। মঙ্গলবার থেকে বন্ধও হয়ে গেল হাওড়া ফেরি পরিষেবা। মঙ্গলবার থেকে ২৪ শে ডিসেম্বর রবিবার পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ এর কারণে বন্ধ থাকবে বলেই ঘোষণা কর্তৃপক্ষের। এ কথা শুনেই বিজেপির রাজ্য সম্পাদক সঞ্জয় সিং তোপ দাগেন রাজ্য সরকারকে। তাঁর কথায়, ‘রবিবার গীতা পাঠের দিন রাজ্যের সনাতনীদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে অসুবিধা তৈরি করার জন্যই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভেসেলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর কাজ আগেই করানো উচিত ছিল।’

পাশপাশি বর্ষীয়ান বাম নেতা বিমান বসু বলেন, ‘এটাকে বলে অবিবেচনার মধ্যে দিয়ে চলা। যুক্তি ও বিবেচনার অভাব ঘটলে যা ঘটার কথা সেটাই ঘটেছে।’

তবে এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই তড়িঘড়ি করে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর থেকে পরিষেবার জন্য তিনটি ভেসেল দেওয়া হল। মঙ্গলবার বিকেল ৪ টা ৪৫ মিনিট থেকে দৈনিক ভাড়াতে পুনরায় পরিষেবা চালু হয়। যদিও ভেসেলের তেল ও টিকিট হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সমিতির। আর সারফেস ট্রান্সপোর্ট-এর এই তিনটি ভেসেল ও ভেসেল চালানোর জন্য নিয়োজিত পরিবহণ দপ্তরের কর্মীদের দৈনিক খরচ হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সমিতিকেই দিতে হবে। মঙ্গলবার বিকালেই পরিবহন দফতরের যুগ্ম সচিবের উপস্থিতিতে সার্ভেয়ার আসে, যারা পাঁচটি ভেসেলের মধ্যে জলতরীকে বাতিল করে দেয়। বাকি চারটির মধ্যে দৃষ্টি, চোখাচখি, মতিঝিল, কংসবতী ভেসেলগুলোকে ড্রাই ডকের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যার মধ্যে চোখাচখি নতুন তিন মাসের ভেসেল, এছাড়াও কংসাবতী ভালো অবস্থায় রয়েছে। যদিও দৃষ্টি ও মতিঝিলকে ড্রাই ডক করা হবে। সেক্ষেত্রে সার্ভেয়ার ফিট সার্টিফিকেট পেলে তবেই চালানো হবে।

যদিও সংস্থা সূত্রে খবর হুগলি নদী জলপথ পরিবহনের দীর্ঘদিন ধরে অধিকাংশ ভেসেলের রক্ষণাবেক্ষণ না হবার দরুন ২৬ টি ভেসেলের মধ্যে ১৩ টি ভেসেল দিয়ে চলছিল পরিষেবা । যার মধ্যে আরো ৬টি ভেসেলের সার্ভে শেষ হয়ে যাচ্ছে আগামী ১৯শে ডিসেম্বর অর্থাৎ শনিবার। সে ক্ষেত্রে হাতে মাত্র ৭টি ভেসেল থাকলেও, এই কয়টি ভেসেল মাধ্যমে সম্পূর্ন পরিষেবা সচল রাখা সম্ভব নয় বলেই প্রথমে তা বন্ধ করা হয়েছিল। যদিও পরে চাপের মুখে কোনওরকমে পরিষেবা চালু করা হল বলেই মনে করা হচ্ছে।

একই মঞ্চে রাজনৈতিক নেতৃত্বদের মেলালো রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রাজ্যের রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘর্ষ ও হানাহানির ঘটনা দেখতে অভ্যস্ত রাজ্যবাসী। সেখানেই হাওড়ার একটি বেসরকারি স্কুলের রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক সম্প্রীতি ছবি ধরা পরল। সিপিএম, তৃণমূল ও বিজেপি নেতাদের একই সঙ্গে একই মঞ্চে দেখা গেল। রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের নেতা কমরেড বিমান বোসু তিনি জানিয়েছেন রক্তের কোন জাত নেই , রক্তের কোন ধর্ম নেই। রক্তদান শিবিরে একই মঞ্চে অন্য রাজনৈতিক দলের লোক আসলেও আমার কোন অসুবিধা নেই বলে মন্তব্য করলেন বিমান বসু। অন্য দিকে বিজেপির রাজ্যের সহ-সভাপতি সঞ্জয় সিং বলেন, ‘ রক্তের কোন জাত, নেই ধর্ম নেই। এটা একটা স্কুলের অনুষ্ঠান। সেইখানে বিভিন্ন মানুষকে ডাকা হয়েছিল, আমিও গিয়েছিলাম। আমরা সকলেই এই দেশের মানুষ প্রয়োজন হলে একই মঞ্চে সমাজের জন্য পাশে থাকার জন্য আসতেই পারি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ ৪ পৌষ ১৪৩০ বুধবার

টেটের দিন বদল নয়, পরীক্ষা ২৪ ডিসেম্বরই, স্পষ্ট করল হাইকোর্ট

দিলীপ ঘোষের আবেদন খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টেট হবে ২৪ ডিসেম্বরই, স্পষ্ট করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওইদিনই ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের অনুষ্ঠান রয়েছে। যেখানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। একই দিনে টেট আবার গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে যেতে অসুবিধে হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। টেটের দিন পিছনোর জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন বিজেপি সাংসদ এবং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ দিলীপ ঘোষের আবেদন খারিজ করে দেয়। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, রাজ্য ও কলকাতা পুলিশকে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কোনও পরীক্ষার্থীর কোনও সমস্যা না হয়। পরিবহণ দপ্তরও পর্যাপ্ত পরিষেবার ব্যবস্থা করবে। কলকাতা পুলিশকে বিষয়টি দেখতে হবে।

মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ দিলীপ ঘোষের আবেদন খারিজ করে দেয়। হাইকোর্টের নির্দেশ, রাজ্য ও কলকাতা পুলিশকে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কোনও পরীক্ষার্থীর কোনও সমস্যা না হয়। পরিবহণ দপ্তরও পর্যাপ্ত পরিষেবার ব্যবস্থা করবে।

প্রাথমিকে নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা (টেট)-র জন্য কলকাতায় পাঁচটি পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। রাজ্যে মোট ৭৭৩টি কেন্দ্র। কলকাতা ছাড়া রাজ্যের বাকি অংশে গীতাপাঠ কর্মসূচির প্রভাব পড়বে না বলেই মনে করছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই পরীক্ষার দিন পরিবর্তন চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছিলেন, পরীক্ষার দিন পরিবর্তন সম্ভব নয়। মামলা দায়ের করা হোক। তার পর বিবেচনা করা হবে। মামলাটি করতে চেয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। আদালতে দিলীপের আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, গত ১০ ডিসেম্বর পরীক্ষার দিন ধার্য করা হয়েছিল। পরে দিন পরিবর্তন করে ২৪ ডিসেম্বর করা হয়। ওই দিন কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি হয়েছে। তাই পরীক্ষার দিন পরিবর্তন করা হোক। এক পরীক্ষার্থীও মামলা করেন। তিনি জানান, গীতাপাঠ কর্মসূচিতে যেতে চান। তাই টেটের দিন বদল করা হোক। তাঁর আবেদন খারিজ করে হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার দিন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখানে আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না।

আগামী ২৪ ডিসেম্বর ব্রিগেডে ১ লক্ষ মানুষ গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদি ছাড়াও অংশ নেওয়ার কথা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সাধুসন্তদের। সঙ্গে থাকবেন আরও ভিভিআইপিরাও। ফলে এই বিপুল জনসমাগমের কারণে রাস্তাঘাটে যানজট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আদালতে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য ছিল, এই অনুষ্ঠানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসার কথা। ফলে রাস্তাঘাটে যানজট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এদিকে এইদিনই টেট পরীক্ষা হলে অসুবিধায় পড়বেন পরীক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে স্পষ্ট জানিয়ে দিল টেট হবে নির্ধারিত ২৪ ডিসেম্বরই।যা শুরু হবে দুপুর ১২টা থেকে। চলবে আড়াইটে পর্যন্ত।

ললিতের আস্তানার খোঁজে বাগুইআটিতে দিল্লি পুলিশ, খোঁজ বিএসএনএল অফিসেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিল্লির সংসদে স্মোক-ক্যান কাণ্ডের মূলচক্রী ললিত ঝা-র আস্তানার খোঁজে মঙ্গলবার দিল্লি পুলিশের একটি দল হাজির হল ইকো পার্ক থানায়। পরে ডালহৌসির বিএসএনএল অফিসেও যায় তদন্তকারীদের দলটি। কলকাতার বাগুইআটিতে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন ললিত। সেই তথ্য ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে তদন্তে। মঙ্গলবার দিল্লি পুলিশ গিয়েছিল ললিতের সেই ভাড়া বাড়িতেই । তবে যেহেতু এলাকাটি ইকো পার্ক থানার অধীনে, তাই আগে স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তদন্তকারীরা।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বাগুইআটিতে ললিতের প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারীরা। তাঁরা দিল্লি পুলিশকে জানিয়েছেন, গত ১০ ডিসেম্বরও তাঁকে এই বাড়িতে দেখেছেন তাঁরা। ১০ তারিখ অর্থাৎ সংসদে স্মোক ক্যান চার্জের ঘটনার তিন দিন আগে ঘর বন্ধ করে চলে যান ললিত। বাগুইআটিতে এসে ললিতের বাড়ির মালিকের সঙ্গেও কথা বলেছে দিল্লি পুলিশের তদন্তকারী দল।

প্রসঙ্গত, ললিত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে সোমবারই তদন্তকারীরা পৌঁছেছিলনে রবীন্দ্র সরণীতে, ললিতের টিউশন পড়ানোর ঠিকানায়। মঙ্গলবার দিল্লি পুলিশের ওই দলটি অবশ্য ললিতের বাগুইআটির আস্তানায় তালা ঝোলানো অবস্থাতেই দেখেছেন। যেমন সোমবারও তাঁরা দেখেছিলেন ২১৮ রবীন্দ্র সরণীর ঠিকানায়। যেখানে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে টিউশন পড়াতেন ললিত। যদিও এই ঘটনায় পুলিশের কাছে নিজেই ধরা দিয়েছেন ললিত।

মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে বসলেন না বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

নির্ধারিত মামলা গেল অন্য এজলাসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে এজলাসে বসলেন না বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন সকালেই হাইকোর্টের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কথা জানানো হয়। তাঁর জন্য নির্ধারিত ১৭ নম্বর রুম খালি থাকবে বলে জানানো হয়েছে। প্রত্যেকদিনই কোন কোন বিচারপতি হাইকোর্টে বসবেন, তা জানিয়ে একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। মঙ্গলবারও হাইকোর্টের তরফে প্রকাশিত সেই তালিকায় নাম ছিল না বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে যে মামলাগুলির শুনানি হওয়ার কথা ছিল, তা বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছে।

তবে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় কবে এজলাসে বসবেন, বুধবার তাঁর কোর্ট বসবে কি না, সে ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি ওই নোটিসে।

প্রসঙ্গত, সোমবার এক আইনজীবীকে 'সিভিল প্রিজন'-এ পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন মাদ্রাসা কমিশন সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানির সময় কমিশনের আইনজীবীর আচরণে ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। ওই আইনজীবীকে তিনি 'সিভিল প্রিজেন'-এ পাঠানোর নির্দেশ দেন। প্রথামতো সেই

আইনজীবীকে তুলে দেওয়া হয় হাইকোর্টের শেরিফের হাতে। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীদের একাংশের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। পরে যদিও আইনজীবীদের অনুরোধে সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করেন তিনি। তবে তার পরেও ক্ষান্ত হয়নি বার অ্যাসোসিয়েশন। সাধারণ সভা ডেকে বিচারপতির এজলাস বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয় বার অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার রাতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চ। এরপর মঙ্গলবার যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে কলকাতা হাইকোর্টে বাড়তি পুলিশ মোতায়েনও করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি চলছে। এদিকে তিনি মঙ্গলবার এজলাসে বসছেন না, এই খবর চাউর হওয়ার পর মামলাকারী ও উৎসুকদের ১৭ নম্বর ঘরে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা গিয়েছে। বুধবার বিচারপতি বসবেন কি না, তা এখনও জানা যায়নি। কারণ হাইকোর্ট প্রকাশিত নোটিসে এর কোনও উল্লেখ নেই।

এদিকে মঙ্গলবারেও নিজেদের সিদ্ধান্ত অনড় বার অ্যাসোসিয়েশন। ক্ষমা না চাওয়া অবধি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আইজনীবীদের অন্যতম বড় সংগঠন বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

শীতের শিরশিরানি কমল, তাপমাত্রা বাড়ল কলকাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তাপমাত্রা বাড়ল কলকাতার। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর আগেই এই বদলের পূর্বাভাস দিয়েছিল। বড়দিন আসার আগে আরও পরিবর্তন হবে বলে জানানো হয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। সোমবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তাপমাত্রা ছিল ১৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ স্বাভাবিকের তুলনায় এক ডিগ্রি কম। মঙ্গলবার সকালেই সেই তাপমাত্রা বেড়ে হয়েছে ১৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থাৎ রাতারাতি এক ডিগ্রি তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে। তবে এখানেই শেষ নয়। আগামী কয়েকদিনে আরও বাড়বে তাপমাত্রা, তেমনটাই হাওয়া অফিসের ইঙ্গিত।

নিম্নচাপ আর ঘূর্ণিঝড়ের ছায়া কাটিয়ে সবেমাত্র ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছিল কলকাতায়। সেই সময়েই ছন্দপতন। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার যে তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি পেরিয়েছে, সপ্তাহান্তে অর্থাৎ শনি বা রবিবারে সেই তাপমাত্রা ছুঁতে পারে ১৬ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এইভাবে শীতের ছবি বদলের কারণ হিসেবে আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, বঙ্গোপসার থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকতে শুরু করেছে। জলীয় বাষ্প ঢুকলে রাতের তাপমাত্রা নামতে পারে না। এছাড়া উত্তর ভারত থেকে শুকনো বাতাস প্রবেশ করতে পারে না, সেই কারণেই শীতের চরিত্র বদলে যাচ্ছে। অর্থাৎ শীত মানে যে শুষ্ক আবহাওয়া আর হিমেল হাওয়া, তার কোনওটাই মিলবে না আগামী কয়েকদিনে। আকাশ থাকবে মূলত মেঘলা। বৃষ্টি হবে কি না, তা এখনও জানা যায়নি। মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৪.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

রেশন দুর্নীতিতে বাকিবুরের পকেটে ১ হাজার কোটি, রিপোর্টে দাবি ইডির

লভ্যাংশ কি একা পেয়েছেন বালু? না কি নেপথ্যে আরও!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতার বাড়ি থেকে ৫০ কোটি উদ্ধার হওয়া টাকার অঙ্ককে অনায়াসে টেক্কা দেব রেশন দুর্নীতি,ইডির রিপোর্ট জানাজানি হতেই তেমনটা মনে করা হচ্ছে। টাকার অঙ্কে 'শূন্য' বাড়ছে ক্রমশ। এই দুর্নীতির পুরো হিসেব এখনও কষে উঠেত পারেনি ইডি। ফলে এই দুর্নীতির বহর যে কোথায় গিয়ে থামবে, সেটা বুঝে উঠতে পারছেন না গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, দুর্নীতিতে অন্যতম অভিযুক্ত বাকিবুর রহমানের পকেটে ১ হাজার কোটি টাকা গিয়েছে বলেই দিল্লির সদর দপ্তরে রিপোর্ট দিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা।

ইডি সূত্রে খবর, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সংস্থা বাকিবুরকে নিয়ে দিল্লিতে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছে, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, রেশন দুর্নীতিতে গত ১০ বছরে বাকিবুর একাই কামিয়েছেন ১ হাজার কোটি টাকা। গত ১০ বছরে এই টাকা কামিয়েছেন বলে অভিযোগ। দিল্লিতে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছে, তাতে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে রেশন দুর্নীতি যে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে, সেখানে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। চার্জশিটে বলা হয়েছে ধান কেনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ৪৫০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বাকিবুরের সংস্থার মাধ্যমে। এছাড়া রেশন বণ্টনের ক্ষেত্রে যেভাবে ২৫ শতাংশ করে বরাদ্দ কম দেওয়া হত ও নিম্নমানের খাদ্যশস্য দেওয়া হত, তাতেও বাকিবুর লাভ করেছে বড়সড়।

ইডি হিসেব করে দেখেছে সব মিলিয়ে ১হাজার কোটি টাকা বাকিবুরের সংস্থাই আত্মসাৎ করেছে। আগামীদিনে এই টাকার অঙ্ক আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু বাকিবুরের সংস্থাই তো নয়, আরও একাধিক সংস্থার মাধ্যমে এমন দুর্নীতি হয়েছে বলে অনুমান গোয়েন্দাদের। সে ক্ষেত্রে বালু একাই কি দুর্নীতির লভ্যাংশ পেয়েছেন, নাকি আরও কোনও প্রভাবশালী পকেটে পুরেছেন, সেটাই খতিয়ে দেখছে ইডি।

অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করেই বড়দিনে হাসি ফোটানোর চেষ্টায় ছোট বেকারিগুলো

শুভাশিস বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সামনেই বড়দিন। মধ্য কলকাতার ছোট-ছোট গলি ধরে এগোলেই নজরে আসে একের পর এক বেকারি। সেখানে বড়দিনের আগে দম ফেলার সময় নেই কারিগরদের। বড় বড় পাত্রগুলোর একদিকে একজন ক্রমশ মিশিয়ে চলেছেন ময়দা, চিনি, ডিম। আর ঠিক উল্টোদিকে থাকা আর একজন তৈরি করছেন কেকের মণ্ড। ওই মণ্ডে ড্রাই-ফ্রুটস থেকে বাকি অন্যান্য সরঞ্জাম মেশানোর পর তা চলে যাচ্ছে লম্বা ওভেনে। এরপর হাতে গরম কেক নিয়ে হাসিমুখে বাড়ির পথ ধরছেন কেক-প্রেমীরা। তবে বড়দিনের আগে ক্রেতাদের মুখে হাসি ফোটালেও বেকারির মালিকদের মুখের হাসি অবশ্য ততটা চওড়া নয়।

এই বেকারি মালিকদের সঙ্গে ছোট্ট আলাপচারিতায় ২০২৩ এর কলকাতার কেকের বাজারের যে ছবিটা সামনে এল তা কিন্তু মোটেই আশাপ্রদ নয় কেকপ্রেমীদের জন্য। কারণ, এঁরা প্রত্যেকেই জানালেন, কেক তৈরির মূল উপকরণ ময়দা, চিনি, ডিম ও বাটার এই সব কিছুরই দাম বেড়েছে। কিন্তু সেই মতো কেকের দাম তাঁরা বাড়াতে পারছেন না। তার প্রধান কারণ বেশি দাম

বাড়ালে মানুষ কিনতে চাইবেন না। এদিকে আর আগের মতো চাহিদাও নেই। সারাবছর বেশিরভাগ সময়ই কারিগরদের কাটে বিস্কুট তৈরি করে। কেকও তৈরি হয় বটে, তবে পরিমাণে বেশ অল্প। তবে বড়দিনে বাড়ে এই ব্যবসা। এদিকে এখন বহু বেকারি তৈরি হওয়ায় প্রতিযোগিতাও অনেক বেশি। ফলে দাম বাড়িয়ে দিলে কম্পিটিশনের বাজারে টিকে থাকা প্রতি মুহূর্তে যেন কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকারি অ্যাসোসিয়েশনের সিইও আরিফুল ইসলামের কথায়, কেকের বাজারে চাহিদা কমার কারণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে টাকাই নেই। একই অবস্থা বেকারির মালিকদেরও। ফলে একটা মাৎসন্যায়ের অবস্থা তৈরি হয়েছে কেকের বাজারে। মাঝারি কোম্পানিগুলোই বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে টাকার জোরে। বেশির ভাগ দোকানে তারা মাল ঢুকিয়ে দিয়ে জায়গা ব্লক করছে। ফলে সেখানে ছোট বেকারির কেক রাখার জায়গা কমছে। এই সমস্যা কেক শিল্পের জন্য বড় এক অশনি সংকেত বলেই মনে করছেন আরিফুল ইসলাম।

শুধু তাই নয়, ২০২৩-এর কেকের বাজারে আরও এক সমস্যা তৈরি করেছে ডিমের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি। দাম বেড়েছে ড্রাই ফ্রুটসেরও। এদিকে কেকের দাম যেহেতু বাড়ানো সম্ভব নয় সেখানে বাধ্য হয়েই কেকের মিশ্রণে কমাতে হচ্ছে ডিমের সংখ্যা বা ড্রাই ফ্রুটস। এদিকে ডিম আর ড্রাই ফ্রুটস খুব বেশি কমালে স্বাদের হেরফের অবশ্যম্ভাবী। কেকের কোয়ালিটির সঙ্গে আপোস করতে রাজি নন বেকারি মালিকেরা। কারণ, কেকের স্বাদ হেরফের হলে এই সব ছোট ছোট বেকারির কেক থেকে মুখ ফেরাবেন কেক-প্রেমীরা। ফলে সেখানে কেক বা ড্রাই ফ্রুটস খুব একটা কমানো সম্ভব নয়। এতে লাভের অঙ্ক কমছে।

পাশাপাশি বেকারি সংগঠনের এই কর্তা এও জানান, বড় বা মাঝারি কোম্পানির কেকের সঙ্গে কেক তৈরিতেও পাল্লা দেওয়া কঠিন হচ্ছে এই সব ছোট ছোট বেকারির মালিকদের। কারণ, এই সব ছোট বেকারি যে সব কেক বানায় তা মূলত হ্যান্ড মেড রিচ প্লাম কেক। মানুষের কাছে এই কেকের চাহিদা বেশি থাকলেও সমস্যা রয়েছে দীর্ঘদিনের সংরক্ষণে। কারণ বড় বা মাঝারি কোম্পানির কেকে মেলানো হয় প্রিজারভেটিভ। ফলে কেক বিক্রেতাদের অনেকেই সেখানে পছন্দের প্রথম সারিতে চলে আসছে এই সব মাঝারি বা বড় কোম্পানির কেক।

এদিকে কোভিড পরবর্তী সময়ে যখন কেক শিল্প ফের ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে তখন সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের ধার্য করা জিএসটি। জিএসটির জেরে যে শুধু কেকের দাম বেড়েছে তাই নয়, সঙ্গে শুরু হয়েছে শুল্ক বিভাগের উপদ্রব। ভোরে যখন এই কেকের ডেলিভারির জন্য দোকানে দোকানে পাঠানো হয় কেক তখনই রাস্তায় চড়াও হন এই শুল্ক আধিকারিকেরা। জিএসটি দেওয়া আছে কি না তা নিয়ে চলতে থাকে তল্লাশি। এতে দোকানে পৌঁছাতে দেরি হয়। অথচ, সকালে এই সব কেক দোকানে না পৌঁছালে বিক্রিতে পড়ে বড় প্রভাব। এই উপদ্রব বন্ধ না হলে বেকারি মালিকরা বন্ধ করবেন তাঁদের ব্যবসা। কারণ, জিএসটি'র চাপ বড় সংস্থা হয়ত সয়ে নিতে পারবে বা সমস্যা কম হবে। কিন্তু ছোট ছোট কারখানা, কাজের জায়গা বন্ধ হওয়ার মুখে। ফলে সব মিলিয়ে এক অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী কেক শিল্পে লড়াই চালাচ্ছেন ছোট বেকারির মালিকেরা।

কলকাতায় রাসমণি রোডে বড়দিনের আগেই সান্তা সেজে কচিকাঁচাদের সেলিব্রেশন। ছবি: সুবীর মজুমদার

চিনা সার্ভার ব্যবহার করে আর্থিক প্রতারণা! ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চিনা সার্ভার ব্যবহার করে একটি বেসরকারি সংস্থার ভুয়ো ই-মেল আইডি খুলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাওয়ের ঘটনায় মহারাষ্ট্র থেকে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশের সাইবার থানার আধিকারিকেরা। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম রিহান আমির খান। মহারাষ্ট্রের নাল্লাসোপারার টুলিনি থানা এলাকার প্রগতি নগরে একটি আবাসনের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে রিহান আমির খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাশাপাশি ৫৫টি মোবাইল, একটি অ্যাপল ট্যাব ১১২টি এটিএম কার্ড, প্রচুর ব্যাঙ্কের নথি, চেকবই উদ্ধার হয় তার কাছ থেকে। ওই ১১২টি এটিএম কার্ড ব্যবহার করে টাকা তোলা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ আধিকারিকদের অনুমান। বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে জালিয়াতির জন্যই এতগুলি মোবাইল ব্যবহার করা হতো বলে জানাচ্ছেন তদন্তকারীরা। এর পাশাপাশি গোয়েন্দাদের তরফ থেকে এও দাবি করা হচ্ছে, এর পিছনে রয়েছে আন্তর্জাতিক চক্র। ওই চক্রের মাথা এক বা একাধিক নাইজেরিয় বলেই ধারণা গোয়েন্দাদের।

পুলিশ জানিয়েছে, সাইবার জালিয়াতরা একটি সংস্থা ও তার অধিকর্তার ভুয়ো ই-মেল আইডি তৈরি করে। ওই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্য একটি সংস্থাকে ওই ভুয়ো আইডি থেকে একটি মেল পাঠায়। সংস্থাটির অধিকর্তার নাম করে জানায়, অত্যন্ত জরুরি একটি কারণে কিছু টাকার প্রয়োজন। তাই পাওনা টাকা যেন একটি বিশেষ অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় সংস্থাটি বিশ্বাস করেই সেই অ্যাকাউন্টে ৩৫ হাজার ১৫০ টাকা পাঠিয়ে দেয়। ওই অ্যাকউন্ট থেকে অন্য একটি অ্যাকাউন্টে লেনদেন হয় ওই টাকার। কিছুদিন পরই দ্বিতীয় সংস্থার কর্তারা প্রথমটির সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারেন যে, তাঁদের পক্ষ থেকে কোনও টাকাই মেল করে চাওয়া হয়নি। এরপরই এই ঘটনায় সংস্থাটির পক্ষ থেকে লালবাজারের সাইবার থানায় অভিযোগ জানানো হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে গোয়েন্দারাজানতে পারেন যে, চিনা সার্ভার ব্যবহার করে ভুয়ো মেল আইডি খোলা হয়। এবার ওই ভুয়ো মেলের আইপি লগ, আইপি অ্যাড্রেস, মোবাইল ও অন্য বেশ কিছু তথ্যের ভিত্তিতে গোয়েন্দারা এও জানতে পারেন সাইবার জালিয়াতের অবস্থানও। এরপরই মহারাষ্ট্রে হানা দেন লালবাজারের সাইবার ক্রাইমের আধিকারিকেরা। তদন্তকারীদের ধারণা, রিহান আরও কয়েকজনকে কাজে লাগিয়ে এই সাইবার জালিয়াতির কাজ চালাতো। এবার চক্রের অন্য সদস্য ও মাথাদের সন্ধানে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

প্রতিটি সংস্থাকে কব্জা করার চেষ্টা অগণতান্ত্রিক

সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধান তিনটি স্তম্ভ হল আইনসভা, কার্যনির্বাহী বিভাগ ও বিচারবিভাগ। প্রতি বিভাগই স্বশাসিত। বিচারবিভাগের স্বশাসন বজায় রাখার জন্যই কলেজিয়াম গঠিত হয়েছিল। সংসদে কোনও আইন করে ওই প্রথা চালু হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কয়েকটি রায়ের ভিত্তিতে চালু হয় কলেজিয়াম ব্যবস্থা। কলেজিয়াম ব্যবস্থা কখনই বিজেপির মনঃপুত ছিল না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে বিচারপতি এমএন বেঙ্কটচালাইয়ার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। সেই কমিশনের কাজ ছিল কলেজিয়াম ব্যবস্থার নানা দিক খতিয়ে দেখা। বেঙ্কটচালাইয়া সুপারিশ করেন, বিচারপতিদের নিয়োগের জন্য গঠিত হোক ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন। তাতে থাকবেন প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের অপর দু'জন প্রবীণ বিচারপতি এবং আইনমন্ত্রী। এছাড়া নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি কমিশনের সদস্য হবেন। তাঁকে নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি। প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই নরেন্দ্র মোদী ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন গঠনে উদ্যোগী হন। সেজন্য সংবিধান সংশোধন করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এক গুচ্ছ আবেদন জমা পড়ে সুপ্রিম কোর্টে। তাতে বলা হয়, সংবিধান সংশোধন করে বিচারব্যবস্থার স্বশাসন খর্ব করার চেষ্টা হচ্ছে। ২০১৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়, ওই সংবিধান সংশোধন বেআইনি। কলেজিয়াম ভেঙে দেওয়ার জন্য যে চেষ্টা হচ্ছিল, তা তখনকার মতো বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মোদী সরকার অত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তাই নতুন করে কলেজিয়াম প্রথার সমালোচনা শুরু হয়েছে। কিরেন রিজিজু বলেছেন, কলেজিয়াম যে পদ্ধতিতে বিচারপতিদের নিয়োগ করে, তা অস্বচ্ছ। অনেক সময় একজন বিচারপতির মতই সেখানে গুরুত্ব পায়। তিনি তাঁর পরিচিত বিচারপতিদের মধ্যে কাউকে নিয়োগ করেন। এমনটা হওয়া উচিত নয়। যিনি যোগ্যতম, তাঁকেই নিয়োগ করা উচিত। একইসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, 'পৃথিবীতে আর কোথাও বিচারপতিরা বিচারপতিদের নিয়োগ করেন না'। তাঁর বক্তব্য, বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক রাজনীতি হয়। যদিও তা প্রকাশ্যে আসে না। আইনমন্ত্রীর কথার জবাব দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি বলেন, কোনও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানই একশ ভাগ নিখুঁত নয়। আমাদের কলেজিয়াম ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। প্রকাশ্যে ওই প্রথার নিন্দা করে লাভ নেই। কোনও প্রতিষ্ঠানের স্বশাসন না থাকলে এই ধরনের প্রশ্ন উঠবেই। মোদী সরকার বরাবর চেষ্টা করে যাতে প্রতিটি সংস্থাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা যায়। এমন প্রবণতা গণতন্ত্রের পক্ষে ভাল নয়।

শাশ্বত কথা

ঈশ্বর দর্শনই লক্ষ্য

রাম রাম সীতারাম অন্যায় দেখবার আগে দেখতে হবে মানবজন্ম কিসের জন্য, ভগবদ্দর্শনই জীবনেরল লক্ষ্য তখন অপরের দোষ দর্শন না ক'রে ঈশ্বরদর্শনের চেষ্টা করাই সাধুসম্মত পথ। যতদিন জগৎ থাকবে ততদিন দোষী থাকবেই। একজন অন্যায় ক'চ্ছে, আমি তা লোকের কাছে ব'লে শুনে জিভ কানকে কেন মলিন করি রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, রাম রাম সীতারাম? যাক্ সকল শাস্ত্রই ব'লেছেন- সাধু গুরুর দর্শন স্পর্শন প্রণাম সেবা পাদোদক পান প্রসাদ ভোজন-তার দ্বারা যত বড় পাতকী হোক না কেন শান্তি লাভ করে। যেস্থানে ভগবদ্ভক্ত সাধু অবস্থান করেন, তথায় সাত্ত্বিক পরমাণু জমাট বেঁধে থাকে। সেখানে যে কেউ যায় তার শরীরে সাত্ত্বিক পরমাণু প্রবেশ ক'রে তার প্রাণে আনন্দের সঞ্চার ক'রে দেবে।

— সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব

জন্মদিন

আজকের দিন

মতিলাল ভোরা

১৯২৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মতিলাল ভোরার জন্মদিন।
১৯৫২ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আর কে সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৬০ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতের জন্মদিন।

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মের সার্ধশতবর্ষ পূরণ উপলক্ষে

কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কারই তাঁর একমাত্র কৃতিত্ব নয়

দেবায়ন রায়

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মের সার্ধশতবর্ষ পূরণের পুণ্যলগ্নে তাঁর ন্যায় এক মহৎ চিকিৎসক-গবেষক যে বর্তমান ভারতে অনেকাংশেই বিস্মৃত একথা দাবী করা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়। সৌভাগ্যবশত যদিও বা কেউ এই মানুষটির নাম শুনে থাকেন, তবে তার মূল কারণ হল কালাজ্বর (লিশম্যানিয়াসিস) নামক মারণরোগের প্রতিষেধক ইউরিয়া স্টিবামাইনের আবিষ্কারক হিসেবে তাঁর পরিচিতি। হাজার প্রতিকূলতার ঢেউ অতিক্রম করার পর ১৯২০ সালে এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটিকে হস্তে ধারণ করে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জীবনে সাক্ষাৎ ভগবানরূপে এই বঙ্গসন্তান প্রকট হয়েছিলেন। প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসক নীলরতন সরকার একদা সগর্বে বলেছিলেন, 'জার্মানরা তাদের ক্রুপ কামানের জন্য, কিংবা ফরাসিরা তাদের নৌবহরের জন্য যতখানি গর্ববোধ করে, উপেন্দ্রনাথ-আবিষ্কৃত ইউরিয়া স্টিবামাইনের জন্য বাঙালিদের ঠিক ততখানিই গর্ববোধ করা উচিত।' ১৯৩২ সালে ইন্ডিয়ান কালাজ্বর কমিশনের প্রধান কর্নেল শর্ট জানিয়েছিলেন- 'এটি একটি নাটকীয় সাফল্য ছিল। রাতারাতি ৯০ শতাংশ মৃত্যুহার ৯০ শতাংশ সুস্থতার হারে রূপান্তরিত হয়েছিল।' ভারতের বাইরেও আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সেই প্রাণঘাতী রোগটির বিরুদ্ধে ইউরিয়া স্টিবামাইন প্রয়োগের অভূতপূর্ব সফলতা সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি হরণ করেছিল। কিন্তু শুধুমাত্র ঐ মহান আবিষ্কারটিকে ভিত্তি করেই উপেন্দ্রনাথের অসীম তাৎপর্যপূর্ণ গবেষক জীবনের বিশালতা পরিমাপ করা কতদূর যুক্তিযুক্ত? তাঁর স্মরণযোগ্য বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব কি কেবল ঐ একটিই? তাঁর মহিমময় জীবনচরিতের কি শুধুমাত্র একটিই অধ্যায়? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা অত্যন্ত জরুরী।

কলকাতাস্থিত ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল কলেজের (অধুনা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) একটি ক্ষুদ্র ঘরে প্রাণপাত পরিশ্রম করে তিনি ইউরিয়া স্টিবামাইন নামক সেই বিশল্যকরণী প্রস্তুত করেছিলেন। বিদ্যুৎহীন সেই ঘরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার তীব্র অভাব ছিল। ১৯২৯ সালে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর এক সভায় সভাপতির ভাষণে উপেন্দ্রনাথ স্মৃতির ডালি খুলে বলেছিলেন- তক্যাম্পবেল হাসপাতালের সেই রাতটির কথা মনে হলে এখনো আনন্দ হয়। রাত দশটায়, কেরোসিনের ক্ষীণ আলোয় ধুমাচ্ছন্ন ঘরের ভিতর আমার গবেষণার প্রথম ফল প্রত্যক্ষ করলাম। তখনো জানতাম না, ঈশ্বর আমার হাতে এমন এক অমোঘ অস্ত্র দিয়েছেন যা দিয়ে আমার দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা হবে। যে ঘরটিতে আমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাজ করেছি, সে ঘরে না ছিল বিজলি বাতি, না ছিল গ্যাস, জলের ট্যাপ। তবু সে ঘর আমার কাছে চিরদিন তীর্থস্থান হয়ে থাকবে।দ উল্লিখিত মন্তব্যটির তাৎপর্য শুধুমাত্র একজণ বিজ্ঞানীর আবেগঘন স্মৃতিচারণের পরিসরে সীমায়িত নয়। অসামান্য প্রতিভার পাশাপাশি তাঁর সুদৃঢ় সংকল্প, নিঃসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণুতাকেও এই মন্তব্যটি সুস্পষ্টভাবে ধারণ করে রেখেছে, যা আমাদের সকলের কাছে অতীব শিক্ষণীয়।

একজন পরাধীন বাঙালির দ্বারা কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কার ভারতে কর্মরত অনেক ইউরোপিয়ান চিকিৎসকের গাত্রদাহের কারণ হয়ে উঠেছিল। তাঁরা বিভিন্ন সময় যেন-তেন প্রকারে তাঁর কৃতিত্ব খাটো করার চেষ্টা করেছেন। সমস্ত সীমা অতিক্রম করে ফেলেছিলেন কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের সর্বময় কর্তা লিওনার্ড রজার্স। আন্তর্জাতিক দরবারে উপেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে লঘু প্রতিপন্ন করার একাধিক প্রয়াস তিনি চালান। বিলেতের বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় রজার্স অসত্য ও বিকৃত তথ্য দিয়ে উপেন্দ্রনাথের গবেষণার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণের লক্ষ্যে একটি রচনা লেখেন। কালবিলম্ব না করে উপেন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন রোজার্স কিভাবে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন। তারপরে সেই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় যে এর জন্য রজার্সের দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। অবশ্য বেপরোয়া রজার্স সেই পথে হাঁটেন নি। শুধু তাই নয়। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের হাসপাতালে কালাজ্বর রোগীদের উপর তিনি ইউরিয়া স্টিবামাইন প্রয়োগের ছাড়পত্র পর্যন্ত দেন নি। উপেন্দ্রনাথ হতাশ না হয়ে নতুন পথ ধরেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতাল এবং শিলং-এর পাস্তুর ইনস্টিটিউটে কালাজ্বর রোগীদের উপর এই ওষুধ প্রয়োগে সচেষ্ট হন। সেই সময় আসামে কালাজ্বরের মর্মান্তিক প্রাদুর্ভাব সকলেরই চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারী ও বেসরকারী চিকিৎসকরা ইউরিয়া স্টিবামাইন ব্যবহার করেন এবং অভাবনীয় সাফল্য পান। অবশেষে ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে ইন্ডিয়ান কালাজ্বর কমিশনের প্রধান কর্নেল শর্ট জানালেন, তআমাদের মতে কালাজ্বরে ইউরিয়া স্টিবামাইন বিশেষ ফলপ্রদ। এই সিদ্ধান্তে আমরা এসেছি বহু রোগীর চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থেকে এবং ইউরিয়া স্টিবামাইন ইংল্যান্ড ও জার্মানির সমগোত্রীয় ওষুধের চেয়ে নিম্নমানের নয়।দ ১৯৩৫ সালে আসাম সরকার জার্মানির নিও-স্টিবোসান প্রতিষেধকটির বদলে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও অধিক পরিমাণে ফলদায়ক প্রতিষেধক হিসাবে একমাত্র ইউরিয়া স্টিবামাইন ব্যবহারের নির্দেশিকা জারি করে। আসামের গভর্নর জন হেনরি মন্তব্য করেছিলেন- 'ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর আবিষ্কারের ফলে গত দশ বছরে আসামে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।' কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অপর একজন চিকিৎসক-গবেষক এল.ই. নেপিয়ার উপেন্দ্রনাথ-নির্দেশিত পথে কালাজ্বর নিরাময় করা একেবারেই সম্ভব নয় বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। যদিও পরবর্তী সময়ে তাঁর ভুল ভেঙে যায় এবং তিনি ইউরিয়া স্টিবামাইনের অসাধারণ কার্যকারিতা মেনে নেন। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে বিশ্ববিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় সেই নেপিয়ার সাহেবই উপেন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে মৃত্যু-স্মরণিকা রচনা করেছিলেন। উপরোক্ত ঘটনাগুলি প্রমাণ করে পর্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধকতা সামনে থাকা সত্ত্বেও উপেন্দ্রনাথ শুধু তাঁর লক্ষ্যে অবিচলই ছিলেন না, সেই লক্ষ্য পূরণে সম্পূর্ণ সফলও হয়েছিলেন। তাঁর এই অদম্য জেদ ও হার-না-মানা লড়াই শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিসরে বা চিকিৎসক মহলে নয়, সমাজের যে কোনো স্তরে আমাদের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠার দাবিপত্র পেশ করে।

কালাজ্বর নিরাময়ের পরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ত্বকের এক অসুখ পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে পোস্ট-কালাজ্বর ডার্মাল লিশম্যানিয়াসিস বলা হয়। মৃত্যু না ঘটলেও এই রোগের ফলে রোগীর চামড়ায় একধরণের গুটি বের হয়। ১৯২২ সালে উপেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে রোগটির বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করে এই রোগের কারণ-সহ বিভিন্ন তথ্য নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেন। সেই কারণে 'ব্রহ্মচারী লিশম্যানিয়াসিস' নামেও এই রোগটি পরিচিত। এই রোগের চিকিৎসাতেও ইউরিয়া স্টিবামাইন যৌগটির কার্যকারিতা প্রমাণ হয়েছিল। কালাজ্বর নিয়ে নিরন্তর গবেষণার পাশাপাশি ম্যালেরিয়া, সেরিব্রোস্পাইনাল মেনিনজাইটিস, বর্ধমান ফিভার, কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ফাইলারিয়াসিস, ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার, ডায়াবেটিস, কুষ্ঠ, একাধিক রক্তজনিত রোগ ও আরও বিভিন্ন জটিল ব্যাধি নিয়ে তিনি একাধিক মূল্যবান এবং পথনির্দেশকারী গবেষণা করেছিলেন। বঙ্গদেশে অতি বিরল ও কঠিন রোগ কোয়ার্টান ফিভারের অস্তিত্ব প্রকাশ তাঁর নিরলস প্রচেষ্টারই ফল। ল্যাবরেটরিতে রক্তপরীক্ষার মাধ্যমে কালাজ্বর রোগ চিহ্নিত করার একটি বিশেষ পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, যা ব্রহ্মচারী টেস্ট নামে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। উপেন্দ্রনাথ সর্বমোট প্রায় ১৫০টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন।

মেডিক্যাল লিটারেচার বা চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনার প্রসারে উপেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন অগ্রপথিক। তিনি কালাজ্বর-ভিত্তিক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'Kala-azar Its treatment' (১৯১৭), 'A Treatise on Kala-azar' (১৯২৮), 'Gleanings from My Researches (Vol-I & II)' (১৯৪০, ১৯৪১) গ্রন্থগুলি তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার বিশেষ ক্ষমতার জন্যও বিদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। জার্মান চিকিৎসাবিদ ডাঃ কার্লমেনস রচিত বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞান গ্রন্থ 'Handbuch der Tropen Krankheiten'-এর কালাজ্বর অধ্যায়টি উপেন্দ্রনাথেরই প্রণীত। বহুলপঠিত 'British Encyclopaedia of Medical practice' বইটির ইনফ্যান্টাইল বাইলারি সিরোসিস রোগ সম্পর্কিত অধ্যায়টিও তাঁর লিখিত।

ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের চিকিৎসক-গবেষকদের যেন তাঁর মতো প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে কাজ না চালাতে হয় সেই কারণে ১৯২৪ সালে কলকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে (অধুনা বিধান সরণী) স্বগৃহেই 'ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। গবেষণা এবং ইউরিয়া স্টিবামাইন-সহ একাধিক ওষুধের প্রস্তুতি উভয় ক্ষেত্রেই ঐ ইনস্টিটিউট মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপই ১৯৩৫ সালে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে বিশ্বের দ্বিতীয় ও ভারতের প্রথম ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতই একজন দানশীল মানুষ। ভারতে কালাজ্বর কবলিত প্রতিটি অঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তিনি তাঁর আবিষ্কৃত প্রতিষেধকটি প্রদান করেছিলেন। বিস্ময়কর তথ্য হল, সরকারের কাছে নামমাত্র মূল্যে ইউরিয়া স্টিবামাইন বিক্রয় করেছিলেন। অথচ প্রতিষেধকের অশেষ চাহিদা অনুযায়ী মূল্য স্থির করে বিপুল পরিমাণ অর্থের মালিক হয়ে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ তাঁর সামনে ছিল। ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, সাইকোলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস, যাদবপুর টিউবারকুলসিস হাসপাতাল এবং আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি বড় অংকের অর্থ প্রদান করেন। একাধিকবার বন্যা ও ভুমিকম্পের ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়কালেও তিনি ত্রাণ তহবিল তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে তাঁর পৈতৃক ভিটের সন্নিকটে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় একটি স্কুল তৈরি করা হয় যা বর্তমানে পূর্বস্থলী নীলময় ব্রহ্মচারী ইনস্টিটিউশন নামে পরিচিত। ডাঃ নীলময় ব্রহ্মচারী ছিলেন তাঁর পিতৃদেব। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহার উদ্যোগে ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকা প্রকাশের প্রারম্ভিক পর্বে উপেন্দ্রনাথ যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেছিলেন। তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কারের ঝুলিতে সঞ্চিত হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ', ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন প্রদত্ত 'মিন্টো পদক', এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত 'স্যার উইলিয়ম জোন্স পদক' ও 'বার্কলে পদক'। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে রায়বাহাদুর খেতাব, নাইটহুড ও কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন-এর অধিবেশনে উপেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় চিকিৎসক হিসাবে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন- তএকটি দেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল পুষ্টির অভাব। এই সমস্যাটিকে রাষ্ট্রনেতা এবং বৈজ্ঞানিকদের উভয়ের তরফেই অতি যত্ন সহকারে দেখতে হবে। এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য থেকে বঞ্চিত।দ বর্তমান পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে তাঁর দূরদৃষ্টির তারিফ না করে উপায় নেই। বলা বাহুল্য, এখনও উল্লিখিত বক্তব্যটির প্রাসঙ্গিকতা সদর্পে বিরাজ করছে। এছাড়াও তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স, ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, ফিজিয়োলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, সোসাইটি অফ বায়োলজিক্যাল কেমিস্টস, ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ কংগ্রেস, বোর্ড অফ স্টাডিজ অফ মেডিসিন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) সহ একাধিক সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করেন। লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অফ মেডিসিন এবং রয়্যাল সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন-এর সভ্য হিসেবেও তিনি নির্বাচিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন (১৯৩৮) ও ডিন অফ ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স (১৯৩৮-১৯৪০) পদের দায়িত্ব পালনেও উপেন্দ্রনাথ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন বেঙ্গল রেড ক্রস সোসাইটির প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান।

লেখাটি শুরু হয়েছিল কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য। অনেকাংশেই সেই উত্তর মিলেছে। লেখাটির শেষেও বরং নতুন কিছু প্রশ্ন থেকে যাক। ১৯২৯ সালে ও ১৯৪২ সালে চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারের জন্য উপেন্দ্রনাথ মনোনয়ন পেয়েছিলেন। কিন্তু নোবেল পুরস্কার তাঁর অধরাই থেকে যায়। তাঁকে নোবেল পুরস্কার প্রদান না করা ভারতীয়দের প্রতি ঔপনিবেশিক বঞ্চনার একটা নজির বললে অত্যুক্তি হয় না। সেই কারণে বাঙালী তথা ভারতীয় হিসেবে আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর মাতৃভূমি কি তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান দিয়েছে? কেন লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে জীবনদান করা মানুষটিকে 'ভারত রত্ন' প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা হল? তাঁর নামাঙ্কিত একটিও মেডিক্যাল কলেজ নেই কেন? ১৯৬৩ সালে যখন তাঁর স্থাপিত 'ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট' চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল, তখন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কেন সদর্থক ভূমিকায় অবতীর্ণ হল না? এই প্রশ্নরাশির উত্তর সন্ধানের দায়ভার নিতে হবে পাঠক-সহ সমগ্র ভারতবাসীকেই।

'শিশু শ্রমিক' তৈরি হওয়া এদেশে এখন বড়ো সমস্যা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

বলছি ওদের কথা। ওরা মানে যারা শিশু। যারা শ্রমিকও। হ্যাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন। বলছি শিশু শ্রমিকের কথা। ছয় থেকে চোদ্দো বছর পর্যন্ত সাধারণত যাদের বয়স। এরা কারা? এরা বেশির ভাগ হলো তপসিলি জাতি,উপজাতি, অধ্যুষিত এলাকা থেকে আসা অত্যন্ত গরিব মানুষ। আমাদের দেশে এই এক সমস্যা। দারিদ্র এখানে পিছু ছাড়ে না। না, কিছুতেই না। আর সে কারনেই বেশিটাই জন্ম হয় এই শিশু শ্রমিকের। আরো অনেক কারণ আছে এই শিশু শ্রমিক তৈরি হওয়াতে। যেমন দলিত সম্প্রদায়ের থেকে অনেক শিশু শ্রমিক তৈরি হয়। কারন সেই অভাব। আবার উন্নয়নের কারনে ভিটে মাটি হারা মানুষ মানে তাদের ছেলেমেয়ে খুব সহজে শিশু শ্রমিক তৈরি হয়। আবার দাঙ্গাপীড়িত এলাকা থেকেও অনেক শিশু শ্রমিক তৈরি হয়। আসলে এ সবের পেছনে রয়েছে অশিক্ষা ও চরম দারিদ্র। দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে মহাজনের থেকে অনেক টাকা ধার নেওয়া হয়েছে কিন্তু যেকোনো কারনেই হোক না কেন তা আসাল বা সুদ দিতে অপারক হয়েছে। তাই এবার তাদের গতরে খাটার পালা। সেই সুত্রে যুক্ত হলো তাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা। মানে আবারও তৈরি হলো শিশু শ্রমিক। আর এভাবেই চাষাবাদের কাজ, ইট ভাটার কাজ,পাথর ভাঙ্গার কাজ এ যুক্ত হয়ে গেলো শিশুরা। কিন্তু বলতে পারেন কেনো শিশু হবে শ্রমিক? যে বয়স তার খেলার সময়, পড়ার সময়,

দুষ্টুমি করার সময় সে সময় দেখা যাচ্ছে যে হয় কোনো চা এর দোকানে কাজ করছে, নয় কোন গ্যারেজ, নয় কোন হোটেল বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ,বা অন্য কোনো কাজ করছে। যার কোনোটাই এই সময় মানায় না। কিন্তু কি করা যাবে? আমাদের সমাজটা তো এভাবেই এদের তৈরি করছে। অথচ এমনটা হওয়ার কথা নয়। যে শিশু জন্ম নিচ্ছে সে কি অপরাধ করলো যে তার কপাল এমন হলো? শুধু কি তাই! আমরা বাড়ির কাজে কেমন করে যৌণ হেনস্তা হয় দেখেছি। দিল্লিতে এই ধরণের ঘটনা প্রায় দেখা যায়। বাড়ির কাজের মেয়েটির সঙ্গে অসভ্যতা হয়েছে এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে থানা পুলিশ অনেক হয়েছে। প্রচুর লেখালেখি হয়েছে, বহু মিডিয়ার খবর হয়েছে তবু কি ঘটনা একটুও কমছে? উত্তরে বলি একদমই নয়। কমা তো দুরের কথা বরং তা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। এই আমাদের সমাজ! এ আমাদের লজ্জা একটা দেশ একটা জাতির লজ্জা!

তাই এটা বোঝা গেলো যে আমাদের দেশে শিশু শ্রমিক তৈরি হওয়ার পেছনে দায়ী আমাদের সমাজ। এই সমাজ না পারে শিক্ষা দিতে, না পারে খাদ্য বা মাথার ছাদ দিতে। যদি তা পারতো তা হলে আমাদের দেশে এই হাল হতো না। শিশু তো শিশুই। তার দোষ কোথায়!আমরা দেখেছি কোভিড কালে কি ভাবে অর্থনৈতিক সিস্টেম ভেঙে পড়েছিল। যার আঁচ পরেছিল শিশু শ্রমিকদের ওপর। কারণ সে স ময়ে খাদ্যের অভাবে অনেক অনেক অর্থকরী কাজ চলে যায়। ফলে ঘরের সবচেয়ে ছোট বয়সী মানুষটিও বেরিয়ে আসে অর্থের অভাবে। হয় শিশু শ্রমিক। সুতরাং জ্বালা কত সহজে তা অনুভব করা যায়। সামাজিক সুরক্ষার অভাব শিশু শ্রমিক এর অন্যতম কারণ। আমাদের দেশে শিশুর কোনো সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই। বিদেশে যেটা আছে। আর সেই সুবিধা নিয়ে যেখানে শিশু কাজ করে সেখানে তাদের দিয়ে বেগার খাটিয়ে নেই। দেখা যায় তুলনায় তাদের বেতন কম দিয়ে বেশি কাজ করানো হয়। এমনকি দিনে ১২/১৪ ঘনতার অধিক কাজ করানো হয়। তাদেরকে তার প্রাপ্য বেতন অবধি দেওয়া হয় না। মানে বেশি কাজ করিয়ে কম বেতন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধাবা, হোটেল, চায়ের দোকান, পাথর ভাঙ্গার কাজ, ঘর মোছার কাজ, বাসন মাজার কাজ,সাইকেলের দোকানে কাজ --এ রকম হাজার রকম কাজে শিশু ভুক্তভোগি।

উন্নত দেশগুলিতে শিশুদের যে সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে আমাদের দেশে তার কোনো ব্যবস্থা নেই। বরং এখানে গরিব ধোনির মধ্যে বিরাট ফারাক। উদার অর্থনীতির কারনে এখানে বেসরকরিকরন তৈরি হয়েছে। অর্থনীতিতে একটা বিরাট চাপ পড়েছে গোটা সমাজে।

এরফলে ক্রমেই শিশুকে শ্রমিকে হতে হচ্ছে। তবে এর থেকে মুক্তির কি উপায়? বেশ কিছু বছর আগে শ্রম মন্ত্রণালয় এ সম্পর্কিত একটি আইন চালু করে। তাতে শিশুকে কিছুতেই শ্রমিকে পরিনত করা যাবে না বলা হয়। কিন্তু বেশিদিন তা স্থায়ী হয় নি। ফলে যা হাল আগে ছিল তাই হয়। আর একটি দপ্তর এটি দেখতে পারতো সেটি হলো রাজনৈতিক দল। কিন্তু আমরা কি সেই সদিচ্ছা দেখতে পাই? না, দেখতে পাই না। সব থেকে বড় কথা হলো শুধু রাজনৈতিক দল নয় একটা আপামর জনসাধারণের এ ব্যাপারে অনেক বেশি মানবিক হতে হবে। তবেই আমরা এক শিশু শ্রমিক মুক্ত সমাজ পাবো। কি মানবেন তো?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নাম না করে দলের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন বলাগড়ের বিধায়ক

বনস্পতি দে ● হুগলি

ফের বেসুরো বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। নাম না করে দলের নেতা-নেত্রীদের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, কুকথা ঝরে পড়ল বিধায়কের গলায়। নিজের ফেসবুক পেজে লিখলেন, 'চোর কাটমানি খোরদের সাম্রাজ্য আমি ধ্বংস করবই।' তবে শুধু দলের লোকজন নয়, যাঁরা তাঁর পোস্টে কমেন্ট করেছেন, তাঁদেরও একাংশকে কার্যত 'ধুয়ে' দিয়েছেন বিধায়ক।

জিরাটের বিজয়কৃষ্ণ কলেজের সামনে কিছু লোকজন নিয়ে তৃণমূলেরই বলাগড়ের একাংশ নেতৃত্বকে তুলোধোনা করছেন বিধায়ক। এক নেত্রীর নাম না করে তাঁকে 'সাপের' ন্যায় তুলনা করার অভিযোগ ওঠে বিধায়কের বিরুদ্ধে। আরও অভিযোগ, জিরাটের তৃণমূল প্রধান তপন দাসকে মাতাল-তোলাবাজ বলেন। ওই ব্যক্তি কী ভাবে স্কুল শিক্ষক হন তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। রাজনৈতিক মহলের খবর, মনোরঞ্জন ব্যাপারী ও রত্না খাতুনের মধ্যে বিরোধ পুরনো। প্রথম থেকেই নানা বিষয়ে তাঁদের মতবিরোধ দেখা গিয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট বিলিবণ্টন নিয়েও বিরোধ হয়েছে তপন দাস, রত্না খাতুনের গোষ্ঠীর সঙ্গে।

জানা গিয়েছে, বলাগড় কলেজ পরিচালন সমিতি আগে ছিল বহিস্কৃত তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। বর্তমানে তা রয়েছে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর হাতে। ফলত সেই কলেজে অন্য কেউ মাথা হয়ে উঠুক তা মোটেই পছন্দ নয় বিধায়কের। তাই এরকম ভাষায় আক্রমণ বলে মনে করা হচ্ছে। এরপর ফেসবুকে বিধায়ক লেখেন, 'এ তো ট্রেলর হ্যায়, পিকচার অভি বাকি হ্যায় দোস্ত। একটু অপেক্ষা করলে সব কিছু পরিষ্কার হবে। চোর কাটমানি খোরদের সাম্রাজ্য আমি ধ্বংস করবই। আমি দিদির আশীর্বাদ নিয়ে বলাগড়ে এসেছি। চোর, মাটি মাফিয়া, জুয়া বোর্ডের মালিক যে যা পারিস করে নে।'

জিরাট পঞ্চায়েতের প্রধান তপন দাস বলেন, 'বিধায়ক এর আগেও বলাগড়ের প্রায় সব নেতার বিরুদ্ধে কিছু না কিছু বলেছেন। বাদ ছিলাম আমি। বিধায়কের আমার বিরুদ্ধে কোনও বক্তব্য থাকলে দলের ভিতর বলতে পারতেন, এভাবে ওপেন ফোরামে কেন করলেন জানি না। ওনার সঙ্গে আমার কোনও সমস্যা নেই। তবে ফেসবুকে যা সব লিখেছেন তাতে বলাগড়বাসীর মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে গিয়েছে।' যদিও বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে যোগাযোগ করা হলে তিনি জেলার বাইরে একটি মিটিংয়ে আছেন বলে জানান।

গ্রাম পঞ্চায়েতের একঝাঁক সদস্যের তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কংগ্রেস ও সিপিএম জোটের পঞ্চায়েত দুর্গে থাবা বসাল তৃণমূল। চাঁচল ২ ব্লকের দু'টি গ্রাম পঞ্চায়েতের একঝাঁক সদস্য কংগ্রেস ও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন। সোমবার সন্ধ্যায় মালতিপুর স্ট্যান্ডে একটি পথসভার মাধ্যমে তৃণমূলের এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, দলের জেলার চেয়ারম্যান সমর মুখোপাধ্যায় সহ স্থানীয় ব্লক নেতৃত্ব। এ

দিনের যোগদান কর্মসূচিতে চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন কংগ্রেস দলের সদস্য, ধানগাড়া-বিষাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনজন কংগ্রেস দলের নির্বাচিত সদস্য এবং চাঁচল ২ পঞ্চায়েত সমিতির একজন কংগ্রেস দলের নির্বাচিত সদস্য তৃণমূলে যোগদান করেন। পথসভার মধ্যেই দলত্যাগী কংগ্রেস এবং সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্যদের হাতে তৃণমূলের ঝান্ডা তুলে দেন দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি।

এদিন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি জানান, চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের সদস্য আনিকুল ইসলাম, ধানগড়া-বিষাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের নির্বাচিত তিন সদস্য কামাল হোসেন, নাজমুল হোসেন সহ মোট চারজন পঞ্চায়েত সদস্য দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। এছাড়াও চাঁচল ২ পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেস দলের আরও এক নির্বাচিত সদস্য খাইরুল হোসেনও এদিন তৃণমূলে যোগদান করেন।

মালতিপুরের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির দাবি, বিজেপির সঙ্গে অভ্যন্তরীণ চুক্তি করেই চলছে কংগ্রেস এবং সিপিএম নেতৃত্ব। তাদের এই কাণ্ডকারখানা দেখেই এখন এইসব দলের নেতা-নেত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। যার ফলে অনেক নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যরা কংগ্রেস ও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলের যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে রাজ্যজুড়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে, দুয়ারে সরকারের মতো কর্মসূচি গড়ে তুলেছে, সেইজন্যই আরও বিরোধী দল থেকেই অনেকেই তৃণমূলে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

জল না মেলায় পঞ্চায়েতের দেওয়ালে গোবর বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জলের কল তো রয়েছে, কিন্তু তাতে জলের দেখা নেই বলে দাবি। প্রতিবাদে পঞ্চায়েত অফিসে গোবর ছুড়ে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মীরা। পোলবার আমনান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল দিতে গ্রামের মানুষের থেকে ৩ হাজার ১০০ টাকা করে নিয়েছিল পঞ্চায়েত। রসিদও দেন। তবে তারপর চার বছর অতিক্রান্ত। এখনও সেই গ্রামের মানুষ জল পাননি বলে অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, আমনানের কারিচা মৌজার অন্তর্গত প্রেমনগর গ্রামের কয়েকশো মানুষ পানীয় জল পান না বলে দাবি। তারই প্রতিবাদে মঙ্গলবার আমনান গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। পঞ্চায়েত অফিসের দেওয়ালে ছোড়া হয় গোবর। স্থানীয় বিজেপি নেতা সুরেশ সাউয়ের দাবি, বেআইনি ভাবে গ্রামের গরিব মানুষগুলোর কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়েছে। কথা দিয়েছিল, জল এনে দেবে। কোথায় কী? লোক ঠকানোর কারবার দিকে দিকে। তিনি বলেন, 'আমরা স্পষ্ট বলে দিলাম, হয় জল দিতে হবে, না হলে এই গরিব মানুষগুলোর টাকা ফেরাতে হবে।'

পালটা আমনান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল ঘড়ার দাবি, এটা হ্যান্ডওভার স্কিম ছিল। তাই পিএইচইর জলের সংযোগ দিতে টাকা নেওয়া হয়। তবে পরে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, সকলকে বিনা পয়সায় জলের সংযোগ দেওয়া হবে। তারপর কারও থেকে টাকা নেওয়া হয়নি। তবে যে টাকা নেওয়া হয়েছে, তা যে আর ফেরানো হবে না, সে কথাও জানিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান। তাঁর

দাবি, যে টাকা নেওয়া হয়েছিল তা আর ফেরত হবে না। সংযোগ দিতে খরচ হয়েছে। চারটে পাম্পের কাজ হওয়ার পর আগামী ৩-৪ মাসে জল দেওয়া যাবে।

মহকুমা প্রশাসনিক ভবন ও ব্লক অফিসে ইভিএমের কার্যকারিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নির্বাচনে ভোটগ্রহণ যন্ত্র বা ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ ওঠে। ভোটপর্ব শেষ হলেই শাসকদলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের সরব হতে দেখা যায়। সাধারণ মানুষের কাছেও বিষয়টি স্পষ্ট নয়। যদিও আধুনিক প্রযুক্তির ভিভিপ্যাট যন্ত্রে ভোট কারচুপি সম্ভব নয়। ভোটারদের কাছেও তা স্পষ্ট করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। আরামবাগ মহকুমা প্রশাসনিক ভবন ও ব্লক অফিসে হাতেকলমে যন্ত্রগুলি কী ভাবে কাজ করছে, তা দেখানো হয়। প্রশাসন ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট (ভোটার ভেরিফায়েড পেপার অডিট ট্রেইল) নিয়ে শহরের পাশাপাশি গ্রামগঞ্জের ভোটারদের কাছে পৌঁছতে চাইছে। মহকুমার প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতলে হাতেকলমে ভোট মেশিন কাজ করার বিষয়টি দেখানো হয়। ব্লক অফিসগুলোতেও ভোট দেওয়ার বিষয়টি দেখানো হচ্ছে। বিভিন্ন কাজে অফিসে আসা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে উৎসাহ বাড়ছে।

মহকুমা দপ্তরের এক কর্মী জানান, মহকুমা অফিসে হাতেকলমে ভোট দেওয়ার বিষয়টি প্রথম হচ্ছে। সামনেই লোকসভা ভোট। পোলিং অফিসারাও মেশিনটি কী ভাবে কাজ করে সেটাও হাতেকলমে করে দেখাছেন। আবার নতুন ভোটাররাও হাতেকলমে ভোট দেওয়ার বিষয়টি

নিয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছে। শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা বলেন, 'এই বছর প্রথম ভোট দেব। একটি কাজে মহকুমা ভবনে এসেছিলাম। কী ভাবে ভোট দিতে হয় হাতেকলমে দেখলাম। ভোট দেওয়া নিয়ে যে শঙ্কা ছিল সেটা কেটে গেল।' আরামবাগের এসডিও সুভাষিনী ই জানান, মহকুমা প্রশাসনিক ভবন ও ব্লক অফিস ছাড়াও ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে হাতেকলমে ভোটদানের বিষয়টি দেখানো হচ্ছে। লোকসভা ভোট পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলবে।

ধৃত ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানার নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাঠের পাড়ায় মউ ভাটায় সোমবার রাতে চুরি করতে আসার অভিযোগে ধরা পড়ে এক ব্যক্তি। ধৃত ব্যক্তির নাম জাফর শেখ। তার বাড়ি মাঠের পাড়া এলাকায়।

মউ ভাটার পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ভাটায় চুরির উপদ্রব অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। সোমবার রাতে জাফর নামের এক ব্যক্তি চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। ভাটার সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে, স্টাটার ব্যাটারি, মোটা কেবল তার সহ আরও বেশ কিছু জিনিসপত্র চুরি গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মউ ভাটার পক্ষ থেকে নাদনঘাট থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পুলিশ এসে তদন্তের আশ্বাস দেন এবং ধরা পড়া ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

মাত্র দু'বছর চার মাস বয়সে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: প্রত্যেক বাবা-মারই স্বপ্ন থাকে তাদের ছেলে প্রথম দশের এক হবে। কিন্তু একেবারেই কচি বয়সেই ছেলে সেরা শিরোপা পাবে এতে তো মা-বাবার ছাতি চওড়া হবেই। এরকমই এক দৃষ্টান্তের সাক্ষী থাকল বাঁকুড়া জেলার মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরের দ্বারিকার দু'বছর চার মাসের শিশু আহিদ ইকবাল। বাবা জাহিদ ইকবাল এবং মা নাসিমা খাতুন দু'জনেই বিষ্ণুপুরের দ্বারিকার বাসিন্দা। একেবারে ছোট্টবেলা থেকে মা নাসিমা খাতুনের চোখে পড়ে আহিদের সবকিছু

শুনে শুনে মনে রেখে বলে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। ছেলের এই ধরনের প্রতিভা চোখে পড়ায় কোমর বেঁধে নামে তার মা, তারপরেই একের পর এক চমক দিতে থাকে তাঁদের দু' বছর চার মাসের ছোট্ট সন্তান আহিদ। সে ইংরেজির সমস্ত অ্যালফাবেট, পশুপাখির নাম, বিভিন্ন যানবাহনের নাম এক নিমেষেই বলে দিতে পারে গড়গড় করে। ছেলের এই ধরনের কর্মকাণ্ড দেখে আহিদের মা নামিসা খাতুন যোগাযোগ করেন ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। বৈধ নথিপত্র এবং ছেলের এই ধরনের প্রতিভার প্রমাণ দিয়ে অবশেষে অর্জন করে এই খ্যাতি। কিছুদিন আগেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের এই শিরোপা এসে পৌঁছয় আহিদের দ্বারিকা গ্রামের বাড়িতে। ছেলের এই ধরনের সাফল্যে স্বাভাবিক ভাবেই বেজায় খুশি এই পরিবারের সকলে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

পাবলিক নোটিস তারকেশ্বর, মাতাজি ভবন, টি.সি. রোড, তারকেশ্বর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৪১০, মোবাইল নং-৮৩৬০১২৮১৮৯ FEDERAL BANK

স্বর্ণ ব্যক্তিগত বিক্রয় নোটিস

Twr/2023/Dec. তারিখ ১৪/১২/২০২৩

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, স্বর্ণ অলংকার নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে বন্ধক আকারে রেখিত যার বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং তা উদ্ধারের কোনও চেষ্টা করা হয়নি বারবার নোটিস পাঠানো সত্ত্বেও, ফলে ব্যক্তিগতভাবে বিক্রির মাধ্যমে তারকেশ্বর শাখার মাধ্যমে বকেয়া উশুল করা হবে **২৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ (বেলা ১১:০০টায়)** থেকে পরবর্তীতে।

শাখার নাম	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	নাম
তারকেশ্বর	২২১২৬৪০০০৪৫৯৪১	ভীমসেন রাউথ
তারকেশ্বর	২২১২৬৪০০০৪৬২৩৮	ভীমসেন রাউথ
তারকেশ্বর	২২১২৬৪০০০৪৬০৪৮	ভীমসেন রাউথ
তারকেশ্বর	২২১২৬৪০০০৪৬০৭১	ভীমসেন রাউথ

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"

কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) অধীন বিষয় সম্পর্কিত

এবং

লিটল রক ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লি. (CIN : L52100WB1981PLC033628), রেজিস্টার্ড অফিস ২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত ....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে '**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**' থেকে '**উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে**' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

মেসার্স লিটল রক ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লি. এর পক্ষে
স্বা/-
মহনান থ্রাইল
(ডিরেক্টর)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৯.১২.২০২৩ ডিন : ০৮৩১০২৩২

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩,
সিটি সেন্টার-৭১৩২১৬, টেলিফোন- ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

লিজে প্রেমিসেস আবশ্যক

আসানসোল (রাহা লেন মোড়ের ১.৫০ কিমির মধ্যে), জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় ১৭০০ বর্গফুট কমবেশি ১০ শতাংশ কার্পেট এরিয়া মাপের সুনির্মিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেসে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একতলায় ব্যাঙ্কের জন্য জায়গা আবশ্যক। বিস্তারিত জানতে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট : **https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx** বা ই-প্রোকিওর পোর্টাল : **www.eprocure.gov.in/epublish/app** দেখুন।

নির্ধারিত বয়ানে টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ: ০৪.০১.২০২৪ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত

দুটি পৃথক সিলকরা খামে **১. টেকনিক্যাল বিড** এবং **২. প্রাইস বিড** শীর্ষলিখিতভাবে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন/ড্রইংস সহ "টেকনিক্যাল বিড" এবং "প্রাইস বিড" গৃহীত হবে। সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা ফর্ম রিজিওনাল অফিস , দুর্গাপুর উল্লিখিত ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট তারিখে এবং সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

টেকনিক্যাল ডাক খোলা হবে **০৪.০১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টায়** উক্ত ঠিকানায় খোলা হবে। কোন্য দালাল বা মধ্যস্থ ব্যক্তি অনুমোদিত নয়।

ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল ডাক বাতিলের অধিকার রাখে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

SBI **এসবিআই এসএমই বারাসাত ব্রাঞ্চ (১৭৪৫৯)**
৭৪/৩৮ যশোর রোড, পো. হৃদয়পুর, থানা - বারাসত
কলকাতা - ৭০০১২৭ ফোন নং ০৩৩২৫৮৪০৬৩২, ইমেল - sbi.17459@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No- 37494116509 (CC)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমই বারাসত ব্রাঞ্চ, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৪.১০.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স রংধনু কনস্ট্রাকশন ইন্ডিয়া প্রা. লি. ডিরেক্টরগণ - সঞ্জয় সরকার এবং মহুয়া সরকার, ৩ নং গ্রিন পার্ক, আরিফবারি, পো. নোয়াপাড়া, থানা - বারাসত, ব্যারাকপুর রোড, কলকাতা - ৭০০১২৫** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,৮৫,৬৫,০৪০.০০ টাকা (এক কোটি পঁচাশি লাখ পঁয়ষট্টি হাজার চল্লিশ টাকা) টাকা ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৯ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণের প্রতি সামগ্রিকভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **১,৮৫,৬৫,০৪০.০০ টাকা (এক কোটি পঁচাশি লাখ পঁয়ষট্টি হাজার চল্লিশ টাকা) টাকা ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ক্রম নং ১.: দলিল নং ১-১৯৩৬ -২০১৬
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৩ কাঠা ০৮ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা -চকছতুরিয়া, জেএল নং ৩৬, আরএস খতিয়ান নং ১০৬, এলআর খতিয়ান নং ১৪৬, ৩৪০, হাল খতিয়ান নং ২৭৮০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬০, থানা-বারাসত, হোল্ডিং নং ১৮৩০, স্থানীয় বারাসত পুরসভা অধিক্ষেত্রে, এডিএসআরও -কদম্বগাছি, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, অনুযায়ী **সম্পত্তি মেসার্স রংধনু কনস্ট্রাকশন ইন্ডিয়া প্রা লি এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে** : প্লট নং সি; **দক্ষিণে :** ৬০ ফুট চওড়া বারাকপুর সড়ক, **পূর্বে :** দাগ নং ৯৯ এবং ১০০; **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া পুর সড়ক সমন্বিত।

ক্রম নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ৬১ ডেসিমেল, এলআর দাগ নং ১১৩৬, (জমির পরিমাণ ০৫ ডেসিমেল শ্রেণি-ডাঙ্গা) এবং এলআর দাগ নং ১১৩৮ (জমির পরিমাণ ৫৬ ডেসিমেল শ্রেণি বাস্তু) তদস্থিত দোতলা ভবন একতলা ১৪০০ বর্গফুট এবং দোতলা ১৪০০ বর্গফুট মোট ২৮০০ বর্গফুট এলআর খতিয়ান নং ২৩৭০, ২৩৭১, ২৩৭২, ২৩৭৩, ২৩৭৪, ফ্ল্যাট নং এ৮, এবং অন্যান্য সুবিধাদি ইত্যাদি অবস্থিত মৌজা-ঘোলা, জেএল নং ৭৭, হোল্ডিং নং ১২/১, ঘোলা রোড, নং ২২ অধীন, থানা-বারাসত, দলিল নং ১-১০৫৭৩ এবং ১-১০৫৭৪-১৯৬০ সালের বারাসত পুরসভা অধীন, এডিএসআরও -বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, ভবনের পরিমাণ :- ব্লক ২-৪র্থতল, ফ্ল্যাট নং সি এরিয়া : ৬৯৮ বর্গফুট, ব্লক ৫, ২য় তল, ফ্ল্যাট নং বি, এরিয়া ৭০৩ বর্গ ফুট, ব্লক ৬, ৫মতল, ফ্ল্যাট বি এরিয়া : ৭০০ বর্গফুট।

একটি বাণিজ্যিক স্পেস ১৯৬৭ বর্গফুট একতলায় ব্লক ২ এবং ৮ গ্যারাজ একতলায় ব্লক ৪ এবং ৬। বিক্রয় স্বত্ব দলিল শ্রী অতীশ কুমার দে, শ্রী অশোক কুমার দে, শ্রী অসীম কুমার দে, শ্রীমতি উমা সিনহা, এবং শ্রীমতি সুজাতা মজুমদারের নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ভাগবৎ সাহা এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** রতন ঘোষ এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **পূর্বে** : অন্যান্যর জমি, **পশ্চিমে :** ২২ ফুট চওড়া ঘোলা রোড সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৯.১২.২০২৩, স্থান - বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, দাঁইহাট ব্রাঞ্চ (০০২০৪৫)**
পো. দাঁইহাট, দেওয়ানগঞ্জ জেলা - বর্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৫০২

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৮.০৬.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্স, স্বত্বা. গৌতম বিশ্বাস, পিতা গুরুপদ বিশ্বাস এবং জামিনদাতা - গুরুপদ বিশ্বাস, পিতা প্রয়াত লক্ষ্মণ বিশ্বাস উভয়ের ঠিকানা গ্রাম - বিকিহাট, পো. বেরা, থানা - কাটোয়া, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন নং - ৭১৩৫০২, পশ্চিমবঙ্গ** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৯,৯৯,৫৩০.০০ টাকা (নয় লাখ নিরানব্বই হাজার পাঁচশ তিরিশ টাকা) টাকা ৩১.০৩.২০২৩ অনুযায়ী** এবং ০১.০৪.২০২৩ থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৬ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণের প্রতি সামগ্রিকভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৯,৯৯,৫৩০.০০ টাকা (নয় লাখ নিরানব্বই হাজার পাঁচশ তিরিশ টাকা) টাকা ৩১.০৩.২০২৩ অনুযায়ী** এবং ০১.০৪.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মালিক : গুরুপদ বিশ্বাস, পিতা প্রয়াত লক্ষ্মণ বিশ্বাস, গ্রাম - বিকিহাট, পো- বেরা, থানা-কাটোয়া, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন নং ৭১৩৫০২, পশ্চিমবঙ্গ।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১০.৫০ সেন্ট, তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন মৌজা- বিকিহাট, জেএল নং ২৬, প্লট নং ৫১৭, এলআর খতিয়ান নং ৪৭৬, ওয়ার্ড নং ১৪, হোল্ডিং নং ১৯১, দাঁইহাট পুরসভা অধীন, দলিল নং ৯৮৯৫/৯৩- তারিখ ১৩.১২.১৯৯৩, পো -বেরা, থানা-কাটোয়া, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন নং ৭১৩৫০২, পশ্চিমবঙ্গ।

দ্রষ্টব্য- ১) জামিনদাতার নোটিশে মঞ্জুরীকৃত সীমার পরিমাণ ১৫,০০,০০০.০০ টাকা ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে। সঠিক মঞ্জুরীকৃত সীমার পরিমাণ পড়তে হবে ১০,০০,০০০.০০ টাকা
২) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৬.১২.২০২৩
স্থান - দাঁইহাট
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর কলকাতা - ৭০০০৬৪

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]

যেহেতু,

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
ঋণগ্রহীতা - শ্রীমতি শেফালি বিশ্বাস শাখা - ফুলিয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা পুমলিয়া, জেএল নং ৫৫, খতিয়ান নং এলআর৪৯৭, প্লট আরএস এবং এলআর ২৫৯/৩৮৩, বেলঘড়িয়া ১ নং পঞ্চায়েত অধীন,এরিয়া : ৪.২৫ ডেসিমেল, পো -ফুলিয়া বয়রা, থানা-শান্তিপুর, নদিয়া- ৭৪১৪০২, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** হরেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** পঞ্চায়েত সড়ক, **পূর্বে :** সহদেব বিশ্বাসের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** সুবল বিশ্বাসের সম্পত্তি সমন্বিত।	১) ২১.০৭.২০২৩ ২) ১৬.১২.২০২৩ **৩) ৬,০৭,৩৬৮.৯৬ টাকা** (ছয় লাখ সাত হাজার তিনশ আটষট্টি টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা) টাকা উক্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ
ঋণগ্রহীতা - শ্রী গৌতম বসাক শাখা - ফুলিয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা - সুখপুকুরিয়া, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৩৬১, খতিয়ান নং আরএস ৮৫৩, এলআর ২৪০৩, এরিয়া : ৬.৬০ ডেসিমেল, বেলঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা এবং ব্লক - শান্তিপুর, জেলা-নদিয়া। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** রমেন দত্তর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** সড়ক এবং শ্যামল বসাকের জমি, **পূর্বে :** আর এন বসাকের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** স্বপন বসাসের সম্পত্তি সমন্বিত।	১) ০৯.০৬.২০২৩ ২) ১৬.১২.২০২৩ **৩) ৪,৫৫,৯৫৯.০০ টাকা** (চার লাখ পঞ্চান্ন হাজার নশো উনষাট টাকা) টাকা উক্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ
ঋণগ্রহীতা - শ্রী সঞ্জয় দাস শাখা - ফুলিয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা- বাইগাছি, জেএল নং ২৫, খতিয়ান নং এলআর ৫৬২৪, এলআর ৫৬২৫, প্লট আরএস ৮৮০ এবং এলআর ২৩০৬, শান্তিপুর পুরসভার ৩ নং গেট শান্তিপুর অধীন, এরিয়া : ৪.৫ ডেসিমেল, থানা-শান্তিপুর, জেলা -নদিয়া। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সুবল চন্দ্র দাসের ভবন,**দক্ষিণে :** প্রয়াত বলরাম দাসের ভবন, **পূর্বে :** প্রয়াত কানাই চন্দ্র দাসের ভবন, **পশ্চিমে :** সড়ক সমন্বিত।	১) ১০.০৮.২০২৩ ২) ১৬.১২.২০২৩ **৩) ৮,১৫,৭৭৯.১৭ টাকা** (আট লাখ পনের হাজার সাতশ উনআশি টাকা এবং সতের পয়সা) টাকা উক্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ
ঋণগ্রহীতা - শ্রী অনুপম বাজাজ শাখা - মাইকেল নগর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা-সাহারা, জেএল নং ৪৬, একতলা, পরিমাণ ৭৯৪ বর্গফুট এবং ২য়তলে পরিমাণ ৫৩৬ বর্গফুট ভবনের,হোল্ডিং নং ৭১ (এলআর), দাগ নং ৪৬ (এলআর),ওয়ার্ড নং ২৭, অবস্থিত সাহারা ঘোষ পাড়া, মৌজা-সাহারা, থানা- এয়ারপোর্ট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, অনুযায়ী অনুপম বাজার (দলিল নং ১-২৪৬-১৯৮৪ সালের)। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** রমা চৌধুরীর ভবন, **পূর্বে :** শ্রীমতি আইচি দেব রায় এর জমি, **পশ্চিমে :** বসবাসের ভবন (নাম জানা নেই)।	১) ০২.০৬.২০২৩ ২) ১৮.১২.২০২৩ **৩) ৩,১৫,১৯৮.৫৫ টাকা এবং ১০.০৪.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ সহ** (তিন লাখ পনের হাজার একশ আটানব্বই টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা) টাকা উক্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ
ঋণগ্রহীতা - শ্রী বটু সাহা ওরফে বিশ্বজিৎ সাহা (স্বত্বাধিকারী টি পি এন বি ইঞ্জিনিয়ারিং কোং) জামিনদাতা - শ্রীমতি পলি সাহা শাখা - মাইকেল নগর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের ভবন (দলিল নং ১-২৫৪৭ তারিখ ২৪.১২.২০০৪) বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা- তারাপুকুরিয়া, জেএল নং ১২, তৌজি নং ১৭৮, সিএস দাগ নং ৫৪৮ (অংশ), আরএস খতিয়ান নং ২২৩, ওয়ার্ড নং ০৯, , হোল্ডিং নং ৪২, এস এম বোস রোড, পানিহাটি পুরসভা অধীন, থানা-খড়দা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১০৯ অনুযায়ী বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৪ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **দক্ষিণে :** এইচ বি শ্রী জীবন সাহা, **পূর্বে :** ১৮ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **পশ্চিমে :** এইচ বি -শ্যামল বোস।	১) ০২.০৬.২০২৩ ২) ১৮.১২.২০২৩ **৩) ২১,৭৯,৯০৫.১৩ টাকা এবং অধার্য সুদ সহ** (একুশ লাখ উনআশি হাজার নশো পাঁচ টাকা এবং তেরো পয়সা) টাকা উক্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ
ঋণগ্রহীতা - শ্রী সুজন রায় (স্বত্বাধিকারী মেসার্স সাধনা মেডিকেল এবং মেসার্স মৌসুমী জুয়েলার্স) জামিনদাতা - পম্পা রায় এ/সি নং ৪২৭৬৩০১১০০০০১৪৬ এবং ৪২৭৬৬৬৫৭১০০০০০৪ (সাধনা মেডিকেল) এ/সি নং ৪২৭৬৩০১১০০০০২০৮ (মৌসুমী জুয়েলার্স) শাখা - কাশিমপুর	সংশ্লিষ্ট সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত এবং সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির মৌজা- চরখাড়া, জেএল নং ৯৩, তৌজি নং হাল ১২, এলআর খতিয়ান নং ২০৮, হাল এলআর খতিয়ান নং ৩৭৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৬, থানা-বারাসত বর্তমানে দত্তপুকুর, কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এরিয়া : ২ কাঠা ১৩ ছটাক ৭ বর্গফুট, সুজন রায়, পিতা সুভাষ রায় এর নামে। স্বত্ব দলিল নং ১১৭২৭-২০১৩ সালের। নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪২, পৃষ্ঠা ৩৫৯৯ থেকে ৩৬১০। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং সি, **দক্ষিণে :** প্লট নং এ, **পূর্বে :** অন্যান্যর প্লট, **পশ্চিমে :** ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং পরবর্তীতে অন্যান্যর প্লট সমন্বিত।	১) ১৬.০২.২০২২ ২) ১৮.১২.২০২৩ **৩) ১০,৮৬,৫৩৭.৬৮ টাকা এবং ১০,২৩,৬৬৮.২০ টাকা এবং ৩১.০৩.২০২১ থেকে অধার্য সুদ এবং ব্যয় সহ (মোট একুশ লাখ দশ হাজার দুশো পাঁচ টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা এবং ৩১.০৩.২০২১ থেকে অধার্য সুদ এবং ব্যয় সহ)** টাকা উক্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ

স্থান : ফুলিয়া, মাইকেল নগর, দত্তপুকুর
তারিখ : ১৬.১২.২০২৩, ১৮.১২.২০২৩ এবং ১৮.১২.২০২৩
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে কবিরাজকে খুন !

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগে গাজোলের কবিরাজ শ্যামল মণ্ডলকে (৩৪) মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে, বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই খুনের ঘটনায় যে তিনজনের নাম উঠে এসেছে তাঁরা মৃত ওই কবিরাজকে চাকরির বিনিময়ে টাকা দিয়ে প্রতারিত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে টাকা চেয়ে না পাওয়ার কারণে এই খুনের ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

গত সোমবার মৃত ওই কবিরাজ বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার হয় ইংরেজবাজার থানার ভারত - বাংলাদেশ সীমান্ত মহদিপুর এলাকায়। গুলি করেই খুন করা হয় ওই কবিরাজ বলে জানিয়েছে পুলিশ। তারপর থেকেই চুলচেরা তদন্ত শুরু করে পুলিশ। যদিও এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তবে মৃতের পরিবার সহ বিভিন্ন সূত্র থেকে এই ঘটনা বিশদ তথ্য উঠে এসেছে পুলিশের হাতে। এমনকি কবিরাজ চিকিৎসক যে চাকরির বিনিময়ে টাকা নিয়েছিলেন কয়েকজনের কাছে, সে কথাও স্বীকার করেছেন মৃতের স্ত্রী সুদীপা মণ্ডল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কবিরাজ শ্যামল মণ্ডলের বাড়ি গাজোল থানার পাণ্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর এলাকায়। কালিয়াচকে তার একটি কবিরাজি ওষুধের দোকান রয়েছে। গত রবিবার রাতে বাড়ি থেকে তিন দুষ্কৃতী মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ওই কবিরাজকে অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপরই সোমবার দুপুরে ইংরেজবাজারের মহদিপুর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অজ্ঞাত হিসাবে ওই ব্যক্তির দেহ বস্তাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার হয়। পরে মৃতের সনাক্তকরণ করে পুলিশ।

মৃতের স্ত্রী সুদীপা মণ্ডল পুলিশকে বলেন, 'রবিবার রাতে তাদের বাড়িতে কালিয়াচকের ইদুসের নামে এক ব্যক্তি দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে অতর্কিতে বাড়িতে ঢুকে পড়ে, এরপর ঘরের মধ্যে একটি গুলি করে তারপরে স্বামীকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তুলে সে সময় আমার স্বামী চিৎকার চেঁচামেচি করছিল ওরা বন্দুক দেখিয়েই আমার স্বামীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এই ঘটনার ৩০ মিনিটের মধ্যে আমরা পুরো বিষয়টি গাজোল থানার পুলিশকে জানাই। কিন্তু পুলিশ প্রয়োজনীয় কোনও পদক্ষেপ করেনি। এরপরই স্বামীর মৃতদেহ ২৪ ঘণ্টা পর উদ্ধার হয়।'

সুদীপা মণ্ডল পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী কালিয়াচকের কবিরাজি করার সুবাদে কয়েকজনের কাছ থেকে চাকরির বিনিময়ে বেশ কিছু টাকা তুলেছিলেন। আর সেই টাকা ফেরতের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন অভিযুক্তরা আর তারপরেই খুনের ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, কালিয়াচকের ইদু শেখ সহ তিনজনের নামে গাজোল থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে, বিভিন্ন সূত্র ধরে দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। টাকা পয়সা লেনদেনকে কেন্দ্র করেই এই খুনের ঘটনাটি ঘটেছে তা প্রাথমিক তদন্তে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।

'লক্ষ্মী ভাণ্ডার'-এর জমানো টাকা উন্নয়নের জন্য দিলেন পঞ্চায়েত প্রধান

ভাতার টাকা তুলে দিলেন অন্যরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: 'লক্ষ্মী ভাণ্ডারে' পাওয়া টাকা ২ বছর ধরে জমিয়ে ১২ হাজার টাকা গ্রামের উন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েতের ফান্ডে অনুদান দিলেন আলিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আখতারি খাতুন। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যরাও তাদের তিন মাসের বরাদ্দ ভাতার টাকাও এলাকার উন্নয়ন তহবিলের জন্য মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের হাতে তুলে দেওয়া দেন।

যখন তিনি লক্ষ্মী ভাণ্ডারের পরিষেবা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন সেই সময় তিনি ছিলেন সাধারণ গৃহবধূ। এলাকার তৃণমূল মহিলা কর্মী হিসেবেই পরিচিত ছিল।

চলতি বছর ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের আলিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেসকে পরাজিত করেহ গ্রাম পঞ্চায়েতটি দখল করে তৃণমূল। প্রধান হিসেবেই এলাকার নতুন মুখ এবং সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসাবেই আখতারি খাতুনকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রতি মাসে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ৫০০ টাকা পাচ্ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান। মঙ্গলবার কালিয়াচকে একটি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জমানো ১২ হাজার টাকা তিনি রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের হাতে তুলে দেন।

আখতারি খাতুন জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি রাস্তায় পথবাতি নেই। এই টাকায় যাতে কিছু পথবাতি বসানো যায়, সেই উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, আলিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আখতারি খাতুনের উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। তিনি তাঁর জমানো টাকা পঞ্চায়েতের তহবিলে দিয়েছেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের আরও নির্বাচিত সদস্য রয়েছেন তাঁরা তিন মাসের ওয়ানারিয়াম ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬০০ টাকা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের উন্নয়ন তহবিলে দিয়েছেন।

পুরনো মাস্টারমশাইকেই স্কুলে চাই, নতুন শিক্ষককে যোগ দিতে বাধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ছাত্র ছাত্রীদের প্রিয় শিক্ষক বদলি হয়ে যাচ্ছেন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নতুন শিক্ষক স্কুলে যোগদান করতে এসে হতবাক। বিদায়ী শিক্ষককে স্কুলে রেখে দেওয়ার দাবিতে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করলেন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা। ঘটনাটি হুগলির পুরশুড়ার জঙ্গলপাড়া পল্লিমঙ্গল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

পড়ুয়াদের দাবি, তাঁদের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস চক্রবর্তীকে অন্য কোথাও যেতে দেবেন না তাঁরা। আর এই স্কুলেই তাঁকে রেখে দিতে হবে। তাই দ্বিতীয় দিনেও তালা ঝুলিয়ে স্কুল বন্ধ করে দিলেন পড়ুয়ারা। অভিভাবকদের একাংশও পড়ুয়াদের সমর্থন করেন।

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী পুরশুড়ার জঙ্গল পাড়া পল্লিমঙ্গল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে বদলি হয়ে এসেছিলেন স্বরূপ ঢালি। তাঁকে স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। পড়ুয়াদের সাফ কথা আমরা দেবাশিস স্যার কেই চাই। স্যারকে যতক্ষন না এই স্কুলে ফেরানো হয় ততদিনই তালা ঝুলবে।

নতুন প্রধান শিক্ষক স্বরূপ ঢালি বলেন, 'আমাকে হুগলি জেলা শিক্ষা দপ্তর থেকে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। আমি এসআই অফিসে চলে আসি। রিপোর্টটা জানাই। বিডিও-কেও জানিয়েছি।' তাঁর কথায়, এটা পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে করা হচ্ছে। এখন থেকে বাবা মায়েরা সন্তানদের মনে শিক্ষক বিরোধী আচরণ শিখিয়ে দিচ্ছেন।

পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনীশরঞ্জন মাঝি বলেন, 'বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা হবে।' পুরশুড়ার এসআই অর্নব সিংহ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'নিয়ম মেনেই উনি ওই স্কুলে যোগ দিতে আসেন। তবে ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকদের একাংশ বাধা দেন। আমরা উর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষকে জানাবো।'

নাবালিকাকে ধর্ষণে ২১ বছর কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: প্রাইভেট টিউটর হওয়ার সুযোগ নিয়ে এক ১৩ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অপরাধে আদালত এক ব্যক্তিকে ২১ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল। এই মামলায় পুলিশ ১ মাস সাত দিনের মধ্যে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম মদনমোহন দাস। বাড়ি সাঁকরাইল থানার মহুলবনি গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহুলবনি গ্রামের মদনমোহন দাস পেশায় প্রাইভেট টিউটর। ওই গ্রামের এক নাবালিকা তার নিকট আত্মীয়। সেই মেয়েটি তার বাড়িতে পড়তে যেত। সেই সুযোগ নিয়ে মদনমোহন মেয়েটিকে ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং বিষয়টি কাউকে না জানাতে হুমকি দেয়। এরপর মেয়েটি অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়লে বিষয়টি জানাজানি হয়।

মেয়েটির পরিবার ২৪.১২.২২ সাঁকরাইল থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পকসো ধারায় মামলা রুজু হয়। এবছর ৪ জানুয়ারি অভিযুক্ত মদনমোহনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ৩১.০১.২৩ তারিখ পুলিশ চার্জশিট দাখিল করে আদালতে। এই মামলায় মোট কুড়ি জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় এডিজে ২ সাজা ঘোষণা করেন। ২১ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। হুমকি দেওয়ার মামলায় এক হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে পাঁচদিন জেল হাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। এছাড়া ধর্ষণের শিকার নাবালিকাকে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয় আদালত।

আরামবাগ মেডিক্যালে রক্তের ঘাটতির জেরে সমস্যায় রোগীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তার জেরে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্তরা। একই সঙ্গে এর্মাজেন্সি ও অপারেশনের রোগীরা। হাসপাতাল কতৃপক্ষ পর্যাপ্ত রক্তের জোগান না থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। ক্যাম্প করে রক্তের জোগান বাড়ানোর দাবি তুলেছেন চিকিৎসক থেকে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ।

আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল রমাপ্রসাদ রায় বলেন, 'জেলার ৯০ শতাংশ থ্যালেসেমিয়া রোগী এখান থেকে রক্ত সংগ্রহ করেন। এছাড়াও হাসপাতালের অপারেশনের জন্য রক্তের প্রয়োজন হয়। এখানকার নার্সিংহোগুলোকেও রক্ত সরবরাহ করা হয়। চাহিদার তুলনায় জোগান কম। সেই কারণেই রক্তের সামান্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ক্যাম্প বাড়িয়ে রক্ত জোগান বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।' যদিও মঙ্গলবার সকাল থেকে রক্ত না পাওয়ায় রোগীর পরিবারের সদস্যরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। হাসপাতাল চত্বরে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায়।

গোঘাটের খড়দা-কানপুরের বাসিন্দা মনিকা মাইতি বলেন, 'আমার বাচ্চা থ্যালেসেমিয়া রোগী। এদিন সকালে হাসপাতালে এসেছিলাম। আমাকে ডোনার নিয়ে আসার কথা বলছে। এখানে রক্ত দেবে এমন পরিচিত

কেউ নেই। কোথা থেকে রক্ত পাব জানি না।' পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শেখ লাল চাঁদ বলেন, 'গত চার দিন ধরে হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ও অপারেশন হবে এমন রোগীরা সমস্যায় পড়ছেন। প্রসূতিদের জন্য রক্ত না মেলায় সঙ্কটজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রোগীর পরিজনরা রক্ত না পেয়ে বিপদে পড়েছেন। রক্ত না পেয়ে অনেকেই কান্নাকাটি করছেন। গত রবিবার আমি নিজে রক্ত দিয়েছি। সাধ্যমত পরিচিত বন্ধু বান্ধবের ডোনার হিসেবে নিয়ে আসছি। এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার দায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে এড়িয়ে যেতে পারে না। অন্য দিকে আরামবাগ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, 'প্রিন্সিপালের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা হয়েছে। সঙ্কট মোকাবিলার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।'

প্রতিবেশীদের হাতে খুন এক ব্যক্তি, চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত দফরপোতা এলাকায় এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে। মৃতের নাম আজগর শেখ। ওই এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন তিনি।

জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে একটি গাড়ি করে পাটুলি দফরপোতা এলাকায় নবান্ন উৎসব দেখে ফিরছিলেন ভাগ্নে ফিরোজ শেখ এবং মামা আজগর শেখ। সেই সময় বাড়ির কাছে কয়েকজন প্রতিবেশী রাস্তার মধ্যে ইট সাজিয়ে রাখেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, গাড়ি ওই ইটের ওপর দিয়ে যাবে না বলে, গাড়ি থেকে নেমে আজগর শেখ ওই ইট সরাতে গেলে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়ে যায়। এরপরই প্রতিবেশী আক্কেল শেখ, মচানবী শেখ সহ বেশ কয়েকজন তাঁদের মারধর করেন বলে অভিযোগ। রড দিয়ে আজগর শেখের মাথায় মারা হলে, রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। গুরুতর ভাবে জখম হন ভাগ্নে ফিরোজ শেখ।

ঘটনার পর পূর্বস্থলী থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু'জনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা আজগর শেখকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে পুলিশ এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করে। আজগর শেখের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়।

চুনো মাছ সংরক্ষণ-প্রজনন নিয়ে জলাশয় পরিদর্শন মৎস্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিদ্যানগর গয়ারাম দাস বিদ্যামন্দির স্কুল সংলগ্ন জলাশয়ে চুনো মাছ সংরক্ষণ এবং চুনো মাছের প্রজননের বিষয় নিয়ে মঙ্গলবার জলাশয় পরিদর্শন করেন মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকরা। একই সঙ্গে এদিন এই কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

মূলত চুনো মাছের সংরক্ষণ এবং প্রজজনের ভাবনা এই প্রথম এবং এতে সফল হওয়া গেলে ভবিষ্যতে মৎস্য চাষিরা অনেক লাভবান হবেন। সেই ভাবনা থেকে এলাকার বিধায়ক তথা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ মৎস্য দপ্তরে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, সেই কারণেই এদিন পরিদর্শনে আসেন আধিকারিকরা। পাশাপাশি বাঁশদহ বিলের পারে মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় এলাকার মৎস্যজীবীদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সামনেই রয়েছে খাল বিল চুনো মাছ উৎসব আর সেই উৎসবের দিন মৎস্য দপ্তর থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার বিভিন্ন ছোট মাছ জলাশয়ে ছাড়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য দপ্তরের সহ মৎস্য অধিকর্তা দিলীপ কুমার মণ্ডল সহ বিশিষ্টজনেরা।

পথদুর্ঘটনায় ডানকুনির কালীপুর মোড় উত্তাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডানকুনি: পথদুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল ডানকুনির কালীপুর মোড়। সোমবার রাতে ডানকুনির কালীপুর মোড়ে একটি চার চাকা গাড়ি আর একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। ২ শিশু-সহ ২ জন আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। একটি অলটো গাড়ি ছিল, অন্যটি স্করপিও। অভিযোগ, এই ঘটনার পর স্করপিও গাড়িতে থাকা এক মহিলা ও দু'জন পুরুষ নেমে এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন। অভিযোগ, গুলি করে উড়িয়ে দেবেন বলে হুমকি দেন। এমনকি নিজেদের গাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এরই মধ্যে খবর পেয়ে ডানকুনি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। তিনযাত্রীকে আটক করে।

জানা গিয়েছে, স্করপিও গাড়িটি দিঘা থেকে উত্তরপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। কালীপুর মোড়ে একটি অলটো গাড়িতে গাড়িটি সজোরে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। গাড়িতে ছিলেন এক মহিলা-সহ ২ পুরুষ যাত্রী। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, স্করপিওতে থাকা তিনজনই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন ডানকুনি পুরসভার কাউন্সিলর সূর্য দে। তিনি বলেন, 'পার্টি অফিসে ছিলাম। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দৌড়ে আসি। দেখি অপ্রীতিকর ব্যাপার। যাঁরা দুর্ঘটনা ঘটালেন তাঁরাই সকলকে ধমকাচ্ছেন, হুমকি দিচ্ছেন। পুরো মাতাল। হঠাৎ দেখি নিজেদের গাড়ির পেট্রোল পাম্প খুলে আগুন জ্বালাতে যাচ্ছে। সকলে আটকেছে। বলছে, গাড়ি থেকে বন্দুক বের কর। সবাইকে গুলি করে দেব। পুলিশ এসে ব্যবস্থা নেয়। তিন চারজন ছিলেন। একজন মহিলাও ছিলেন। সব একেবারে গলা পর্যন্ত খাওয়া।'

চুরি যাওয়া আটটি টোটো উদ্ধার, ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: চুরি যাওয়া আটটি টোটো উদ্ধার করল অশোকনগর থানার পুলিশ, পাশাপশি গ্রেপ্তার তিন চোর। উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগুইআটি থানা এলাকা এবং এয়ারপোর্ট -দুর্গানগর সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরি গিয়েছিল বেশ কয়েকটি টোটো। এই টোটোগুলি অশোকনগর সহ আশপাশের এলাকায় বিক্রি হয়েছে এই সূত্র ধরেই অশোকনগর থানার পুলিশ প্রশাসন তদন্ত নেমে আটটি টোটো উদ্ধার করে পাশাপাশি গ্রেপ্তার করে টোটো চুরির ঘটনায় তিন চোরকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন অভিযুক্তের নাম শাজাহান মণ্ডল, বাড়ি গুমা ছোট বামুনিয়া, রাহুল দের বাড়ি অশোকনগর মানিকতলা এলাকায়, শহরব মণ্ডলের বাড়ি স্বরূপনগর থানা এলাকায়। রাহুল ও শাজাহানকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের বাড়ি থেকে এবং শহরব মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা অশোকনগর অগ্রদূত ক্লাব এলাকা থেকে। অভিযুক্তদের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের পরে মঙ্গলবার পুনরায় তাদের বারাসত আদালতে পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশ জানিয়েছেন, এই টোটোগুলোর মালিকদের হাতে টোটোগুলি তুলে দেওয়া হবে।

ঝাড়গ্রামে সিআরপিএফের সামাজিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মঙ্গলবার সিআরপিএফের ২৩২ নম্বর মহিলা ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে ঝাড়গ্রামের জারালাটা সিধু কানু ফুটবল ময়দানে একটি প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতা ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। ব্যাটেলিয়নের কম্যান্ড্যান্ট সীমা তলোয়ার কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। ফুটবল প্রতিযোগিতায় দুবরাজপুর ক্রিয়েশন ক্লাব, কাশিয়া জুয়ান গাঁওতা, জারালাটা স্পোর্টিং ক্লাব এবং অরুণোদয় স্পোর্টিং ক্লাব অংশগ্রহণ করে। ২৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে চারটি দলকেই পুরস্কৃত করা হয়। এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে মহিলা শিশু সহ স্থানীয় প্রায় ৩০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে তাদের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এলাকাবাসীর মধ্যে সুসম্পর্ক ও সংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি বলে সিআরপিএফের মহিলা ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ওজনে কারচুপির অভিযোগে বাজারে অভিযান ক্রেতা সুরক্ষা এবং উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ওজনে কারচুপি করে ক্রেতাদের ঠকানোর অভিযোগ পেয়ে ইংরেজবাজার শহরের বেশ কয়েকটি মাছ-মাংসের বাজারে অভিযান চালালেন ক্রেতা সুরক্ষা এবং উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের অফিসাররা। ইংরেজবাজার শহরের নেতাজি পুরো মার্কেট, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মার্কেট সহ আরও বেশ কয়েকটি এলাকার বাজারগুলিতে যন্ত্রচালিত ওজন মাপার মেশিনের তদারকি করেন অভিযানকারী উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের কর্তারা।

মূলত মাছ-মাংসের বাজারেই অনেক সময় ক্রেতারা ঠকছেন বলেই অভিযোগ উঠেছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই মঙ্গলবার উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের সুপারভাইজার শুভঙ্কর চৌধুরী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ইন্সপেক্টর লোকেশ মাইতি সহ পদস্থ কর্তারা এই অভিযান চালান। একটি বাজারে মাছের দোকানে কয়েকজন বিক্রেতার ওজন যন্ত্রে কাপচুপি করার অভিযোগ হাতেনাতে ধরে ফেলেন বলে দাবি।

উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের সুপারভাইজার শুভঙ্কর চৌধুরী জানিয়েছেন, ইংরেজবাজার শহরের একাধিক মার্কেটে ওজন কারচুপির অভিযোগ উঠে আসছিল। অভিযানে বেশকিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ ওজনযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে দু'-একজনের ওজনযন্ত্রে কারচুপিও হাতেনাতে ধরা হয়েছে। আর কারচুপি ধরার পরপরই আইন মেনে ওই ব্যবসায়ীদের ফাইন করা হবে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট ধারায় কেস রুজু করা হয়েছে।

নয়ানজুলিতে বাস, আহত ১৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট সীমান্তে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়নজুলিতে পড়ে যায়। ঘটনায় আহত প্রায় জনা ১৫ যাত্রী। তবে কারও আঘাতই গুরুতর নয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সাড়ে আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার সারাফুল নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের নারকেলতলা এলাকায়। এদিন সকালে স্বরূপনগর তরুনিপুর ও বসিরহাট রোডের ডিএন ৩৮ যাত্রীবোঝাই বাস বসিরহাটের দিকে যাচ্ছিল। প্রাথমিক অনুমান সেই সময় স্টিয়ারিং বিভ্রাটের কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে নেমে যায়। খবর পেয়েই পুলিশ ও

স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে বাসের জানালার কাচ ভেঙে যাত্রীদের উদ্ধার করে। মহিলা, শিশু, পুরুষ সহ জখম ১৫ জন। তাঁদের দ্রুত সারাফুল নির্মাণ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। স্বরূপনগর থানার পুলিশ নয়ানজুলি থেকে যাত্রীবাহী বাসটিকে তুলে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ।।

হাতির দাঁত উচ্চ তাপমাত্রায় পোড়ালো বনদপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দশ বছর ধরে জমে থাকা প্রায় ৫৭টি হাতির দাঁত নষ্ট করল বন দপ্তর। আজ মঙ্গলবার বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় বন দপ্তরের কড়া নজরদারিতে একটি চুল্লিতে উচ্চ তাপমাত্রায় এই হাতির দাঁতগুলি পুড়িয়ে ফেলে বন দপ্তর।

গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে দলমা পাহাড় থেকে দলে দলে হাতি খাবারের খোঁজে এসে হাজির হয় বাঁকুড়ায়। বছরের একটা বড় সময় ধরে সেই হাতির দল থেকে যায় বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়ায় আসা এই হাতির দলের দু'-একটি হাতি অসুস্থতা, বার্ধক্য ও অন্যান্য কারণে প্রায় প্রতি বছরই বাঁকুড়ার জঙ্গলে মারা যায়। বন দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী মৃত হাতিগুলির দেহ ঘটনাস্থলেই পুড়িয়ে দেওয়া হয়। হাতির দেহ পোড়াতে যে ধরনের

তাপমাত্রা তৈরি করা হয় তাতে হাতির দেহের অংশ পুড়ে গেলেও, তার দাঁত অবিকৃত থেকে যায়। ফলে হাতির দাঁত চোরাচালানের ভয়ে মৃত হাতির দেহ পোড়ানোর আগেই তার দাঁত কেটে নেওয়া হয় বন দপ্তরের তরফে।

গত দশ বছর ধরে বাঁকুড়া উত্তর, বাঁকুড়া দক্ষিণ ও বিষ্ণুপুর এই তিনটি বনবিভাগ মিলিয়ে মোট ৫৭টি হাতির দাঁত বন দপ্তরের সংগ্রহে ছিল। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে পাশ হওয়া একটি আইন অনুযায়ী কোনও পরিস্থিতিতেই হাতির দাঁত ব্যবহার করা যাবে না। বন দপ্তরের সংগ্রহে থাকা দাঁত নষ্ট করে ফেলতে হবে বন দপ্তরকেই। সেই আইন অনুযায়ী এদিন বাঁকুড়ার তিনটি বনবিভাগ যৌথ ভাবে বাঁকুড়ায় সংগৃহীত হাতির ৫৭টি দাঁত পুড়িয়ে ফেলার উদ্যোগ নেয়। বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় বন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতি ও কড়া নজরদারির মধ্যে তাপমাত্রা উৎপাদনক্ষম একটি চুল্লিতে হাতির ওই দাঁতগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়।

ফের চোখ রাঙাচ্ছে কোভিড

বয়স্কদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক কর্নাটকে

বেঙ্গালুরু, ১৯ ডিসেম্বর: বর্ষবরণের আগে ফের রক্তচক্ষু কোভিডের। আবার কি লকডাউন, মাস্ক পরার দিন ফিরে আসবে? গতকালই দেশের সমস্ত রাজ্যকে সতর্ক করছে কেন্দ্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রক। এবার কেরলে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধির জেরে পড়শি রাজ্য কর্নাটকে যাটোর্ধ্বদের জন্য মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক হল।

গত কয়েক মাস ধরেই দেশে বাড়ন্ত কোভিড সংক্রমণ। এর মধ্যেই কেরলের তিরুবন্তপুরম জেলায় ৭৯ বছর বয়সি এক মহিলার দেহে মিলেছে করোনা ভাইরাসের নয়া প্রজাতি জেএন.১। এর জেরেই নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে কেরল-সহ গোটা দেশে। এই অবস্থায় কর্নাটকে যাটোর্ধ্বদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক হল। এইসঙ্গে যাঁদের কোমর্বিডিটি রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রেও মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে খবর।

এই বিষয়ে কর্নাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডুরাও জানিয়েছেন, কেরলের পরিস্থিতি দেখেই কোনও রকম ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না। ভাইরাসের নয়া প্রজাতি মেলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছেন তাঁরা। তবে এখনই ভিড়, জমায়েত, সভা, সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হচ্ছে না। গুন্ডুরাও আরও জানিয়েছেন, কেরল সীমান্ত ঘেঁষা জেলাগুলির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। এছাড়াও কেরল থেকে আসা যে দর্শনার্থীরা শবরীমালা যাচ্ছেন, তাঁদের দিকেও নজর রাখছে কর্নাটক প্রশাসন।

গতকাল রাজ্যগুলিকে সতর্ক বার্তায় কেন্দ্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে, উৎসবের মরশুমে সংক্রমণের বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে রাজ্যগুলিকে। ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং গুরুতর শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতার উপর নজরদারি চালাতে হবে এবং দৈনিক রিপোর্ট করতে হবে। আরটি-পিসিআর এবং অ্যান্টিজেন পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সব রকম স্বাস্থ্য পরিষেবায় জোর দিতে বলা হয়েছে। এইসঙ্গে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে প্রচার চালানোর নির্দেশ।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের আগে শিবসেনার নের্তৃবর্গ ও অখিলেশ যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।-সৌজন্যে ফেসবুক

ঢাকায় চলন্ত ট্রেনে নাশকতা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত চার জন

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর: ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই নাশকতার ঘটনা বাড়ছে বাংলাদেশে। আবারও চলন্ত ট্রেনে নাশকতা ঘটানোর অভিযোগ উঠল। এবার ঢাকাগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। মঙ্গলবার ভোরে এই ঘটনায় অন্তত ৪ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। কারা চলন্ত ট্রেনে আগুন ধরাল তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এটি নাশকতার ঘটনা বলে অভিযোগ।

এদিন ভোরে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় ও হাওর বেষ্টিত জেলা নেত্রকোনা থেকে ঢাকার দিকে আসছিল মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসটি। সেই সময়ই চলন্ত ট্রেনটির ৩টি বগিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকার তেজগাঁও থানার ওসি মহম্মদ মহসিন জানান, বিমানবন্দর স্টেশন পেরিয়ে ট্রেনটি খিলক্ষেতে আসতেই যাত্রীরা কয়েকটি বগিতে আগুন দেখতে পান। তাঁরা চিৎকার করতে শুরু করেন। এরপর খবর পেয়ে চালক ট্রেনটি তেজগাঁও স্টেশনে থামিয়ে দেন। দমকল বাহিনী ও সিভিল ডিফেন্স দফতরের কর্মকর্তা শাজাহান শিকদার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এদিন ভোর ৫টা ৪ মিনিটে আগুনের খবর পায় দমকল বাহিনী। তারপর দমকলের ৩টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায় এবং সকাল ৬টা ৪৫ মিনিট নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও চলন্ত ট্রেনের ভিতরেই দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ যাত্রীর। যার মধ্যে মা তাঁর ৩ বছরের এক শিশু সন্তান রয়েছে। পুলিশ দেহগুলি উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় এবং ট্রেনটি খালি করে কমলাপুর স্টেশনে পাঠানো হয়।

চলন্ত ট্রেনের বগিতে আগুন লাগার ঘটনাটি নাশকতা বলে দাবি জানিয়েছে ঢাকা পুলিশ। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার হাবিবুর রহমান বলেন, 'আমি মনে করি হরতাল-অবরোধকারীরাই এই নাশকতার সঙ্গে জড়িত। তারাই মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে আগুন লাগিয়েছে। এর আগেও তারা এভাবে ট্রেনে নাশকতা করেছে।' গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে ঢাকা পুলিশ ও বাংলাদেশ রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

'ভগৎ সিং ফ্যান ক্লাবের' তথ্য জানতে মেটাকে চিঠি দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর: সংসদে ধোঁয়াকাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্ত ছ'জনের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখতে চান তদন্তকারী আধিকারিকরা। শুধু তাই নয়, ফেসবুক থেকে ডিলিট করে দেওয়া 'ভগৎ সিং ফ্যান ক্লাব'-এর পেজও খতিয়ে দেখতে চান তাঁরা। এই মর্মে মেটাকে (ফেসবুক) চিঠি দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। তদন্তকারীদের অনুমান, এই পেজের মধ্য দিয়েই সাক্ষাৎ অভিযুক্তদের। যেহেতু বর্তমানে মেটা হোয়াটস অ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম নিয়ন্ত্রণ করে সেই কারণে মেটাকে চিঠি দিল্লি পুলিশের ইন্টালিজেন্স ইউনিটের।

তদন্তকারী আধিকারিকরা মনে করছেন, সংসদে হামলার পর পেজটি ফেসবুক থেকে মুছে ফেলা হয়। শুধু তাই নয় সূত্রের খবর অভিযুক্তদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট পাঠানোর অনুরোধও তদন্তকারীরা করেছেন। এমনকী, তাদের ইমেল অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ ডিসেম্বর নতুন সংসদভবনে রং বোমা নিয়ে তাণ্ডব চালায় অভিযুক্তরা।

বাংলো নিয়ে মহুয়ার মামলায় স্থগিতাদেশ দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর: দিল্লিতে সরকারি বাংলো ছাড়া নিয়ে তৃণমূলের বহিষ্কৃত সাংসদ মহুয়া মৈত্রের মামলায় স্থগিতাদেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে সংঘাত এড়াতেই এই নির্দেশ বলে জানালেন বিচারপতি সুব্রহ্মণ্যম প্রসাদ।

'ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন' কাণ্ডে লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত হন মহুয়া। এর অব্যবহিত পরে দিল্লির সরকারি বাংলো ছাড়ার জন্য কেন্দ্রের নোটিস পান তিনি। সম্প্রতি ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেন তৃণমূলের কৃষ্ণনগরের সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী। রিট পিটিশন দাখিল করে মহুয়া আবেদন করেন, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা পর্যন্ত যাতে তিনি সরকারি বাংলোয় থাকতে পারেন, সেই নির্দেশ দিক আদালত। মহুয়ার আইনজীবী জানান, যদি তাঁর মক্কেলকে সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য বাংলোয় থাকার অনুমতি দেওয়া হয়, তা হলে বর্ধিত সময়ের জন্য প্রযোজ্য যে কোনও খরচ দিতেও প্রস্তুত। মঙ্গলবার বিচারপতি সুব্রহ্মণ্যম প্রসাদের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। তাতে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, মহুয়া লোকসভা থেকে তাঁর বহিষ্কারকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন। সেই মামলার শুনানি এখনও হয়নি। এখন সরকারি বাংলো নিয়ে যদি হাইকোর্ট কোনও নির্দেশ দেয়, তবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপ্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হবে। তাই আপাতত ওই মামলায় স্থগিতাদেশ দেওয়া হল।

শাহরুখ-পত্নীকে নোটিস ইডির

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর: শাহরুখ খানের পত্নী গৌরীকে নোটিস পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ৩০ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণায় নাম জড়িয়েছে শাহরুখ-পত্নীর। খুব শীঘ্রই ইডি তলব করতে পারে গৌরীকে। তবে এখনও পর্যন্ত গৌরী ওই নোটিসের কোনও জবাব দেননি বলেই খবর।

লখনউয়ের সংস্থা তুলসিয়ানি গ্রুপের প্রচারের মুখ ছিলেন গৌরী। ২০১৫ সালে ওই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন শাহরুখ-পত্নী। গত কয়েক মাস আগেই লখনউয়ের সুশান্ত গল্ফ সিটির পুলিশ স্টেশনে জামিন-অযোগ্য ধারায় এফআইআর দায়ের করেন মুম্বইবাসী যশবন্ত। তাঁর অভিযোগ, ৮৬ লক্ষ টাকা দাম দিয়েও ফ্ল্যাটের চাবি হাতে পাননি তিনি। তুলসিয়ানি কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড সংস্থার প্রধান মুখ বা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর শাহরুখ-পত্নী গৌরী খান। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই নাকি ওই সংস্থার ফ্ল্যাট কিনতে উদ্যোগী হয়েছিলেন যশবন্ত। যশবন্তের দাবি, যে হেতু অন্দরসজ্জা শিল্পী গৌরী খান ওই সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর, তাই এই বিশ্বাসভঙ্গের দায় বর্তায় তাঁর উপরেও। তাই শাহরুখ-পত্নীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তার পরও এই সংস্থার নামে একাধিক আর্থিক তছরুপের অভিযোগ দায়ের হয়। গৌরী খান ওই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকায় এ বার ইডির নজরে পড়লেন গৌরী। শোনা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই তাঁকে তলব করা হবে। তার নামে সমন বেরোলে গৌরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন ইডির আধিকারিকরা।

শোনা যাচ্ছে, প্রায় ৩০ কোটি টাকার গরমিল পাওয়া গিয়েছে ওই ফ্ল্যাটের হিসেবে। গৌরী খানের ওই অর্থের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ইডি। গত কয়েক মাসে তুলিসিয়ানি গ্রুপের নামে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ায় নাম জুড়েছে গৌরীরও। ওই সংস্থা থেকে ঠিক কত টাকা পেয়েছেন তিনি, সেই হিসেব জানতে চাইতে পারে ইডি। গৌরী কোন শর্তে জড়িয়েছিলেন ওই সংস্থার সঙ্গে সব দিকই নাকি খতিয়ে দেখবে ইডি।

গাজায় ইউনিসেফের ত্রাণে যুদ্ধের মহড়া হামাসের!

জেরুজালেম, ১৯ ডিসেম্বর: গাজায় প্রাথমিক স্কুলের ভিতরে প্রশিক্ষণ নেওয়ার কাঠের বন্দুক উদ্ধার করল ইজরায়েলি সেনা। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে মিলল ইউনিসেফের ত্রাণের বস্তা। এমন দাবিতে নতুন করে প্রশ্ন উঠল গাজায় রাষ্ট্রসংঘের ত্রাণের সদ্ব্যবহার নিয়েও।

দেখতে দেখতে আড়াই মাস হয়ে গিয়েছে হামাস বনাম ইজরায়েল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের। জঙ্গিদের খতম করতে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। লড়াই চলছে ওয়েস্টব্যাংকেও। এই পরিস্থিতিতে চাঞ্চল্য ছড়াল এই নয়া দাবি। উত্তর গাজার শেজায়ায় এই বস্তা উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি। হামাস ওই বস্তা দিয়ে টানেল তৈরি করেছে বলেও জানানো হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই দাবির পর ইউনিসেফ গাজায় যা ত্রাণ পাঠানো হচ্ছে, তা প্রকৃত আক্রান্তদের কাছে আদৌ পৌঁছচ্ছে কিনা সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করল।

উল্লেখ্য, ৭ অক্টোবরের হামলার বদলা নিতে হামাসকে ধ্বংস করে দেওয়ার পণ নিয়েছে ইজরায়েল। সেই লক্ষ্যে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা ১৮ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে। এহেন মানবিক বিপর্যয়ে গাজায় যুদ্ধবিরতি চাইছে বিভিন্ন দেশ। কিন্তু কোনও পক্ষের কথাতেই কর্ণপাত করতে নারাজ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। যুদ্ধের শেষ না দেখা অবধি ইজরায়েলের সেনা থামবে না। কড়া হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহুর। এরই মধ্যে হামাসের বিরুদ্ধে ইউনিসেফের ত্রাণ হাতানোর অভিযোগও তুলল তেল আভিভ।

বছরের বৃষ্টি এক দিনে!

জলমগ্ন তামিলনাড়ুর গ্রামের পর গ্রাম-শহর

চেন্নাই, ১৯ ডিসেম্বর :এক দিনে সারা বছরের বৃষ্টি হল তামিলনাড়ুর দক্ষিণের জেলাগুলিতে। ফলে একের পর এক শহর এবং গ্রামগুলি জলের তলায় চলে গিয়েছে। কোথাও গলাসমান, কোথাও বুকসমান জলে হাবুডুবু খাচ্ছে গ্রামগুলি। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সেনা, বায়ুসেনা এবং উপকূলরক্ষী বাহিনীরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবারই মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে কথা বলে উদ্ধারকারী আরও হেলিকপ্টার মোতায়েনের আর্জি জানিয়েছেন বন্যাকবলিত এলাকাগুলির জন্য।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সবচেয়ে ভয়ানক অবস্থা রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে। দক্ষিণের জেলাগুলিতে গ্রামের পর গ্রাম জলের তলায় চলে গিয়েছে। বহু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণের এই জেলাগুলিতে এক বছরের বৃষ্টি এক দিনে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ওই জেলাগুলিতে। তিনি জানান, তিরুনেলভেলি এবং থোত্তুকুড়িতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। শুধু কায়ালপত্তিনমেই সোমবার বৃষ্টি হয়েছে ৯৪০ মিলিমিটার। শ্রীলঙ্কার কাছে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তার জেরে ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বরে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণের জেলাগুলিতে। যার জেরে তিরুনেলভেলি এবং থোত্তুকুড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।

উপকূলরক্ষী বাহিনী ছ'টি উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করেছে। সঙ্গে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে নজরদারি এবং উদ্ধারের কাজও চালাচ্ছে। সেনাও সমানতালে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তুতিকোরিন বিমানবন্দর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। গ্রাম এবং শহরগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। মোবাইল পরিষেবাও স্তব্ধ কোথাও কোথাও।

NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender are hereby invited by the Prodhan, Parulia GP, Msd, from bonafied outsider for 6 nos of works in the **NIeT 13/PGP/15th CFC/2023-24 dt 14/12/2023.** Last date of bid submission **01/01/2024 up to 11:00 hrs.** for details visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Parulia GP, Msd

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 16 (2ND CALL)/2023-24
Publishing & Submission Start Date: **19.12.2023 from 2.00 PM**
Bid Submission Closing Date: **1.1.2024 up to 1.00 PM**
Bid Opening Date: **3.1.2024 after 1.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

BASUBATI GRAM PANCHAYAT
P.O.- Basubati, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
E-mail ID: **gpbasubatisingur@yahoo.in**
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from reputed contractors for execution of 04 nos. different development works vide **NIeT No.: 250/BGP/2023, Date: 19/12/2023. Fund: 15th FC (Scheme-2) & 5th FC (Scheme-2).** Tender has been published and for detail information visit undersigned G.P. Office. **Sd/-**
Prodhan
Basubati Gram Panchayat

ABRIDGE NIT
On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for BP road 4 nos. & CC road 2 nos. **(NIT no.-08, sl 1-7 and) and Sinking of tube well 1 no. & SLWM re-pairing 1 no. (NIT no.-9, sl 1-2)** within the GP area. The Estimated Cost of each scheme excluding GST & L. Cess are **Rs. 293575.85, 293575.85, 291030.52, 293575.85, 104048.81, 293669.95, 291573.71, 291616.00, 193180.00** respectively. The last bid submission date is **29.12.2023 till 1:10 pm.** Visit to our GP Office for details.
Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality form well reputed Agency/ Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in.Tender Notice No. 2613,Dt.18/12/2023** for **Different Civil works under PBSSM Scheme of this Municipal area. Tender ID: 2023_MAD_625563_1 to 9.** Last Date of Bid Submission **05/01/2024 up to 17.00 Pm.**
S/D
Kamal Adhikary,
Chairman
Kanchrapara Municipality

ABRIDGED NOTICE NOTICE INVITING TENDER NO. - WBIWISDO/ BIS/ NIT-03/2023-2024
Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from resourceful, Bonafide eligible contractors for 06(Six) number of works. Last date & time of receiving application for the purpose of purchase of tender form is on **28.12.2023 up to 15.00 hrs.** kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to **16.00 hrs.**
Sd/- Sub- Divisional Officer
Berhampore Irrigation
Sub-Division Berhampore,
Murshidabad

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/AMRUT/NIT-15/4TH CALL/2022-23** for **"Construction of New Park beside Kadamtala Immersion Ghat at Ward No-22 under AMRUT within Krishnanagar Municipality."** & **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-46/2023-24** for **"Piling Using Sal-bullah Pile Walling at Anatheswar Road by lane in Ward No.17 under Krishnanagar Municipality."** The intending Bidders are requested to visit the website:**https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2023_MAD_626356_1 & 2023_MAD_624304_1.**
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
e-Tender Notice
No:- 11/2023-24 and N.I.T. No. 13/G.M.
Memo No: 2928/GM Dated: 18.12.2023 and Memo No. 2931/ GM/2023-24 dt. 19.12.2023
Tenders are invited by this Municipal Authority for construction and repair of C.C. Road and colouring work under Guskara Municipality. Last date of submission tenders application **04.01.2024 up to 12.00 P.M.** for details visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.guskaramunicipality.co.in.**
Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.: ADDA/ASN/ED/N-60 & 61 of 2023-2024, Dated: 18.12.2023
The Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invites percentage rate e-Tender (Two Bid System in two Parts) in this Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for details visit our website: **http://wbtenders.gov.in, www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd./- **E.E. (Civil), ADDA, Asansol**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-77/2023-24
Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the work **(1)** Tender ID No. 2023_ADDA_626197_1, **(2)** Tender ID No. 2023_ADDA_626215_1, **(3)** Tender ID No. 2023_ADDA_626235_1, **(4)** Tender ID No. 2023_ADDA_626261_1, **(5)** Tender ID No. 2023_ADDA_626284_1, **(6)** Tender ID No. 2023_ADDA_626303_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr. (Civil), ADDA, Durgapur.
Sd/-
Exe. Engr., ADDA, Durgapur

Jagadishpur Gram Panchayat
Jagadishpur Hat, Howrah
Notice Inviting e-Tender
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and re-sourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.: WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-13/2023-24, Date: 19.12.2023. Fund: 15th FC (Untied).** Bid Submission Start Date: **19.12.2023 from 04:00 PM.** Last Date of Bid Submission: **03.01.2024 up to 11:30 AM.** Date of Opening: **05.01.2024 at 02:00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
Notice Inviting e-Tender
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and re-sourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.: WBZP/NGP/NIT-25/26/27/28/20/30 & 31/2023-24, Date: 14.12.2023. Fund: 15th /5th SFC (Tied).** Bid Submission Start Date: **19.12.2023 from 12:30 PM.** Last Date of Bid Submission: **03.01.2024 up to 05:00 PM.** Date of Opening: **05.01.2024 at 05:00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

Nasibpur Gram Panchayat
Nasibpur, Singur, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works vide **Tender Reference No.: 1) NIT/258/NGP/2023, 2) NIT/259/NGP/2023 & NIT/260/NGP/2023, Date: 19.12.2023. Fund: 5th SFC.** Bid Submission Start Date (Online): **19.12.2023 at 02:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **03.01.2024 up to 11:00 AM.** Date of Opening: **05.01.2024 at 11:00 AM.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Nasibpur Gram Panchayat

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from reputed, bonafied Tenderer for different development works vide **i) Memo No.: 559/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 11. Date: 15.12.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_625256_1 and ii) Memo No.: 560/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 12, Date: 15.12.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_625263_1 & 2023_ZPHD_625263_2.** Bid Submission Start Date (Online): **18.12.2023 at 12:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **02.01.2024 at 11:00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **04.01.2024 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসটি-ওটি-আইপি আইএস-১১এসটিএন_২৩-২৪, তারিখ ১৫.১২.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (কো)/খড়গপুর-৭২১৩০১, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে বেলা ১২টার আগে জমা করতে হবে ও বেলা ১২.৩০টায় খোলা হবে। **কাজের বিবরণ** ঃ (১) খড়গপুর ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশনে (জলেশ্বর, বাস্তা, হলদিপদা, বালেশ্বর, সোরো, বারিপদা, বাংরিপোসি, তমলুক, ঘাটশিলা, ঝাড়গ্রাম ও রাখামাইন্স) বিভিন্ন যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যমূলক আইটেম যেমন জিপিএস ক্লক, পিএ সিস্টেম, মাল্টিলাইন/সিঙ্গল লাইন ট্রেন ইনফর্মেশন ডিসপ্লে বোর্ড, প্ল্যাটফর্ম ডিসপ্লে বোর্ড, কোচ গাইডেন্স ডিসপ্লে বোর্ড ইত্যাদি সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ। (২) খড়গপুর ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে (জলেশ্বর, বাস্তা, হলদিপদা, বালেশ্বর, সোরো, বারিপদা, বাংরিপোসি, তমলুক, ঘাটশিলা, ঝাড়গ্রাম ও রাখামাইন্স) মাল্টিলাইন/সিঙ্গল লাইন ট্রেন ইনফর্মেশন ডিসপ্লে বোর্ড (এলইডি টাইপ), প্ল্যাটফর্ম ডিসপ্লে বোর্ড, কোচ গাইডেন্স ডিসপ্লে বোর্ড, সেন্ট্রাল ডেটা কন্ট্রোলার (সিডিসি), প্ল্যাটফর্ম ডেটা কন্ট্রোলার (পিডিসি) এর সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। **টেন্ডার মূল্য** ঃ ১,৮৫,৭৬,০০৮.০৮ টাকা। **ইএমডি** ঃ ২,৪২,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য** ঃ নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা** ঃ ১০৮ মাস। **জমার তারিখ** ঃ ১৫.০১.২০২৪ তারিখে বেলা ১২টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ** ঃ ১৫.০১.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ বর্ণনা স্পেসিফিকেশনের জন্য দেখুন ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য কোনভাবেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য** ঃ সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-938)**

২ ঘণ্টার মধ্যে কামিন্সের রেকর্ড ভেঙে আইপিএলের সবচেয়ে দামি স্টার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: মিচেল স্টার্ক কোথায় যাবেন? কলকাতায় না গুজরাটে? ২০ মিনিট ধরে আইপিএল নিলামে সেটারই লড়াই চলল। কখনো মনে হয়েছে স্টার্ক যাচ্ছেন কলকাতায়, কখনো গুজরাটে। কলকাতার গৌতম গম্ভীর ও গুজরাটের আশিস নেহরার এই দর-কষাকষিতে বাড়ছিল স্টার্কের মূল্যও। শেষ পর্যন্ত আইপিএলের নিলামের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে অস্ট্রেলিয়ার পেসার স্টার্ক গেছেন কলকাতায়।

অথচ ২ ঘণ্টা আগেও নতুন ইতিহাস গড়েছিলেন স্টার্কের অস্ট্রেলিয়ান সতীর্থ প্যাট কামিন্স। ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দলে নেওয়ার পর অনেকেই ভেবেছিলেন এর চেয়ে বেশি দাম এবারের নিলামে আর হয়তো উঠবে না। তবে তখনো নাটক বাকি ছিল। দুবাইয়ে আজ ২০২৪ সালের আইপিএলের জন্য নিলাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

স্টার্ক অনেক দিন ধরেই স্রোতের বিপরীতেই চলছিলেন। যেখানে আইপিএলে খেলা এখন সব ক্রিকেটারের স্বপ্ন, সেখানে স্টার্ক আইপিএলের মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জনের সুযোগ বারবার দূরে ঠেলে দিয়েছেন। হাশিম আমলা-জো রুটরা বহুবার 'না' বলেও শেষ পর্যন্ত দূরে থাকতে পারেননি আইপিএল থেকে। স্টার্কও আইপিএল ফিরলেন, সেটাও ইতিহাস গড়ে।

এর আগে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে খেলেছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে। ২০১৮ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্স তাঁকে কিনলেও ডান পায়ের পেশিতে ব্যথার কথা জানিয়ে ভারতে যাননি। অনেক দিন পর স্টার্ক আইপিএলে কেন ফিরছেন সেই ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন গত সেপ্টেম্বরে। উইলো টক ক্রিকেট পডকাস্টে স্টার্ক বলেছিলেন, 'দেখুন, আট বছর হয়ে গেছে। আমি অবশ্যই আগামী বছর আইপিএলে ফিরব। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্যও একটা ভালো প্রস্তুতি হবে। চলতি বছরের শীতকালীন মৌসুমের সঙ্গে যদি তুলনা করি, তাহলে পরের মৌসুমে এ সময়ে খুব একটা খেলাও নেই। তাই আমি মনে করছি, আইপিএলে নাম লেখানোর জন্য দারুণ সময় এটা।'

আইপিএলে স্টার্কের ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি রুপিতে। শুরুতে তাকে নিয়ে লড়াই চলে দিল্লি ক্যাপিটালস ও মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের মধ্যে। ৯ কোটি ৬০ লাখ রুপি পর্যন্ত এই দুই দলের মধ্যেই লড়াই চলে। এরপর ৯ কোটি ৮০ লাখ রুপি দাম হাঁকিয়ে লড়াইয়ে পা রাখে কলকাতা। স্টার্ককে নিয়ে বাকি সময়টা কলকাতা ও গুজরাটের মধ্যে চলে যুদ্ধ। বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এই লড়াইয়ে দর্শক হয়েই থাকে।

এর আগে আইপিএলের ইতিহাসেরই সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হয়ে গিয়েছিলেন কামিন্স। কামিন্স ভেঙে দিয়েছিলেন গত মৌসুমে স্যাম কারেনের ১৮ কোটি ৫০ লাখ রুপির রেকর্ড। রেকর্ড দামে ইংলিশ অলরাউন্ডারকে কিনেছিল পাঞ্জাব কিংস। এরপর কামিন্সের রেকর্ড ভাঙে স্টার্কের হাতে।

এ ছাড়া ১৪ কোটি রুপিতে কিউই অলরাউন্ডার ড্যারিল মিচেলকে কিনেছে চেন্নাই সুপার কিংস। ক্যারিবিয়ান পেসার আলজারি জোসেফকে ১১ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে দলে নিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স। হর্শাল প্যাটেলকে ১১ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে পাঞ্জাব কিংস, ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েলকে ৭ কোটি ৪০ লাখ রুপিতে রাজস্থান রয়্যালস এবং বিশ্বকাপ ফাইনালের ম্যাচসেরা অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেডকে ৬ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে কিনেছে হায়দরাবাদ।

এর বাইরে ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যান হ্যারি ব্রুককে ৪ কোটি রুপিতে দিল্লি ক্যাপিটালস ও শার্দুল ঠাকুরকে সমান দামে কিনেছেন চেন্নাই। নিলামের বাইরে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিকের রেকর্ড বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুলের। যৌথভাবে দুজনেই পেয়েছেন ১৭ কোটি রুপি।

আইপিএলে এবার আসছে বাউন্সারের নতুন নিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি: সামনের আইপিএলেও দেখা যাবে নতুন একটি নিয়ম। ২০২৪ সাল থেকে ওভারপ্রতি দুটি বাউন্সার করতে পারবেন বোলাররা। এর আগে ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে পরীক্ষামূলকভাবে এ নিয়ম চালু করা হয়েছিল, আগামী মৌসুম থেকে আইপিএলের প্লেয়িং কন্ডিশনেও এ পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

আইসিসির আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির প্লেয়িং কন্ডিশন অনুযায়ী, ওভারপ্রতি একটি বাউন্সার বা কাঁধসমান উচ্চতার শর্ট বলকে বৈধ বলে গণ্য করা হয়। এরপর থেকে ডাকা হয় নো বল। আইপিএলে সেটি বাড়িয়ে করা হচ্ছে দুটি। মানে ওভারে তৃতীয় বাউন্সারের ক্ষেত্রে ডাকা হবে নো বল।

নতুন নিয়মে বোলাররা বাড়তি সুবিধা পাবেন, এমন মনে করেন এক সময় আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হওয়া ভারতীয় পেসার জয়দেব উনাদকাট। ইএসপিএনক্রিকইনফোকে তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় ওভারে দুটি বাউন্সার বেশ কাজে আসবে এবং আমার মনে হয় এটি এমন একটা ব্যাপার, যাতে বোলাররা ব্যাটসম্যানের ওপর সুবিধা পাবে। কারণ, ধরুন একজন স্লো বাউন্সার করলখআগে ব্যাটসম্যান নিশ্চিত থাকত যে আর বাউন্সার আসবে না। তবে এখন ওভারের প্রথম অর্ধে আপনি যদি একটা স্লোয়ার বাউন্সার করেও থাকেন, আপনি আরেকটি করতে পারবেন।'

এরপর তিনি যোগ করেন, 'যারা বাউন্সারে দুর্বল, তাদের আরও ভালো হতে হবে। বোলারদের বাড়তি একটি অস্ত্র থাকবে। ফলে আমার মনে হয়, ছোট একটি পরিবর্তনের বড় প্রভাব আছে। বোলার হিসেবে এ নিয়মটিকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।'

দ্বিতীয় বাউন্সারের নিয়ম ডেথ ওভারেও বেশ কার্যকরী হবে বলে মনে করেন ভারতের হয়ে ২২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা এ পেসার, 'ফাস্ট বোলারদের জন্য ডেথ ওভারের বোলিং বেশ ইয়র্কার-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ছিল। এখন এটি ইয়র্কার হতে পারে, স্লোয়ার বল হতে পারে এবং এক ওভারে দুটি বাউন্সার হতে পারে। আপনি যদি দ্বিতীয় বাউন্সারটি নাও করেন, ব্যাটসম্যান এরপরও ধারণা করতে পারে যে বোলার হয়তো আরেকটি বাউন্সার করবে।'

আইপিএল নিলামে অন্য নজির, হাত তুলে দর হাঁকলেন খোদ এক ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল নিলামে নতুন নজির তৈরি করলেন এক ক্রিকেটার। নিলামের টেবিলে আলাদা ভাবে নজর কাড়লেন। নজির গড়া সেই ক্রিকেটারের নাম ঋষভ পন্থ।

গত বছর ২৫ ডিসেম্বর ক্রিকেট মাঠে শেষ বার দেখা গিয়েছিল পন্থকে। ৩০ ডিসেম্বর রুরকির বাড়িতে ফেরার পথে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন। তখন থেকেই ২২ গজের বাইরে তরুণ উইকেটরক্ষক। ঠিক ৩৬০ দিন পর নতুন ভূমিকায় দেখা গেল তাঁকে। আইপিএলে নতুন নজির গড়লেন পন্থ।

দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ রিকি পন্টিং, ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিলামের টেবিলে ছিলেন পন্থও। অতীতে একাধিক অধিনায়ককে আইপিএল নিলামে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে। তবে তিনি এমন একটি কাজ করলেন, যা আগে কোনও ক্রিকেটার করেননি। এ দিন প্রয়োজনীয় ক্রিকেটারদের জন্য দর হাঁকতে দেখা গেল পন্থকে। এর আগে আইপিএলের কোনও ক্রিকেটারকে নিলামে অংশ নিয়ে সরাসরি দর হাঁকতে দেখা যায়নি। পন্থ পেশাদার ক্রিকেটের আবহে ফিরে প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটার হিসাবে নজির গড়লেন।পন্টিং, সৌরভদের পরামর্শ মতো বিড করতে দেখা গিয়েছে পন্থকে। মাঠে ফেরার আগেই নজির গড়ে ফেলা পন্থকে এ দিন দুবাইয়ের নিলামে খোশ মেজাজে দেখা গিয়েছে। দিল্লির অধিনায়ক নিলামে উপস্থিত হয়েছিলেন হাতে একটি কেক নিয়ে। যা দেখে অনেকেই প্রথমে বিস্মিত হন। একটু পরে বোঝা যায় কেক নিয়ে আসার কারণ। মঙ্গলবার ছিল দিল্লির কোচ পন্টিংয়ের জন্মদিন। তাই কেক নিয়ে এসেছিলেন পন্থ। নিলাম শুরুর আগে দিল্লি শিবিরে অসি কোচের জন্মদিন পালন হয়। পন্থের আনা কেক কাটেন পন্টিং। সেই অনুষ্ঠানের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে

ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন দিল্লি কর্তৃপক্ষ।

এখনও ম্যাচ খেলার মতো ফিটনেস ফিরে পাননি পন্থ। গত বছর আইপিএল খেলতে পারেননি। তাঁর পরিবর্তে দিল্লিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার। খেলতে পারলে আগামী আইপিএলে তাঁকেই আবার দেখা যাবে দিল্লিকে নেতৃত্ব দিতে। আইপিএল শুরু হওয়ার আগে পন্থ ম্যাচফিট হয়ে যাবেন বলে মনে করছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মেডিক্যাল টিম। তবে তাঁর উইকেট রক্ষা করা নিয়ে কিছুটা সংশয় রয়েছে। বোর্ডের চিকিৎসকেরা অনুমতি না দিলে শুধু ব্যাটার হিসাবে আইপিএল খেলবেন।

৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় ধোনির দলে রিঙ্কুর বন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের নিলামে ভাল দাম পাচ্ছেন বেশ কয়েক জন অনামী ক্রিকেটার। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সমীর রিজভি। উত্তর প্রদেশের হয়ে খেলা এই ক্রিকেটারকে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় কিনেছে চেন্নাই সুপার কিংস। ভারতীয় দলের হয়ে না খেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে সব থেকে বেশি টাকা পেয়েছেন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটে রিঙ্কু সিংহের বন্ধু সমীর আসলে কেমন ক্রিকেটার? উত্তরপ্রদেশের হয়ে খেলা এই ক্রিকেটার আক্রমণাত্মক ব্যাট করেন। লিস্ট এ ক্রিকেটে ১১টি ম্যাচে ২০৫ রান করেছেন তিনি। টি-টোয়েন্টিতে ১১টি ম্যাচে ২৯৫ রান করেছেন এই ব্যাটার। ৪৯.১৬ গড় ও ১৩৪.৭০ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন তিনি। সর্বাধিক অপরাজিত ৭৫ রান। উত্তরপ্রদেশ টি-টোয়েন্টি লিগে সব থেকে দ্রুত শতরান করেছেন তিনি। তাঁর উপর ভরসা করেছে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির দল। তাই এত টাকায় সমীরকে কিনেছে তারা।

নিলামে তিনি এত টাকা পাবেন তা স্বপ্নেও ভাবেননি সমীর। নিলামের পরে তিনি বলেন, ''আমি ভাবতেই পারছি না। সব কিছু স্বপ্নের মতো লাগছে। শব্দে বোঝাতে পারব না কী রকম অনুভূতি হচ্ছে। বিশ্বাস করতে সময় লাগবে। চেন্নাইয়ের হয়ে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।''

২০ বছরের সমীর কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিঙ্কুর ভাল বন্ধু। ঘরোয়া ক্রিকেটে একসঙ্গে খেলার সুবাদে এই বন্ধুত্ব হয়েছে। রিঙ্কু যখন আইপিএলে প্রথম সুযোগ পান তখন তাঁকেও কেউ চিনত না। কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের জায়গা পাকা করেছেন তিনি। এখন ভারতীয় দলেও খেলছেন। সমীরও রিঙ্কুর মতোই চমক হিসাবে উঠে আসতে পারেন। ধোনির দল তো এর আগে অনেক উঠতি প্রতিভাকে সুযোগ দিয়েছে। সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও এক নাম।

ধোনির পরিবর্ত নিয়ে ভাবছে চেন্নাই, জানিয়ে দিলেন কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মতো ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে চেন্নাই সুপার কিংসও। মহেন্দ্র সিংহ ধোনি কি ২০২৪ সালের আইপিএলে নেতৃত্ব দেবেন? পরবর্তী অধিনায়ক হিসাবে কার কথা ভাবা হচ্ছে? মঙ্গলবার আইপিএল নিলামের বিরতিতে এ সব নিয়ে মুখ খুললেন চেন্নাইয়ের কোচ স্টিভন ফ্লেমিং।

ধোনির পর কাকে ভাবা হচ্ছে অধিনায়ক হিসাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ফ্লেমিং হাসতে হাসতে বলেছেন, ''আমরা ১০ বছর ধরে ধোনির উত্তরসূরির পরিকল্পনা করছি। এখন সত্যিই এটা নিয়ে আলোচনা করার সময় এসেছে। কিন্তু ধোনি দল নিয়ে ভীষণ সক্রিয়। প্রচুর উৎসাহ ওর। প্রথম থেকে একই রকম দেখছি ধোনিকে। দল এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে ওর প্রচুর আবেগ। আপাতত আমরা এ ভাবেই এগোতে চাই।''

২০২২ সালে আইপিএলের প্রথম ম্যাচের আগে ধোনির পরিবর্তে রবীন্দ্র জাডেজার নাম অধিনায়ক হিসাবে ঘোষণা করেছিল সিএসকে। দলের ব্যর্থতা এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মত পার্থক্যের কারণে প্রতিযোগিতার মাঝ পথে নেতৃত্ব ইস্তফা দিয়েছিলেন জাডেজা। কঠিন সময় আবার অধিনায়ক হয়েছিলেন ধোনি। গত বছরও চেন্নাইকে নেতৃত্ব দেন ৪২ বছরের

উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। দলকে চ্যাম্পিয়নও করেছেন।

আগামী আইপিএলও যে ধোনিই চেন্নাইকে নেতৃত্ব দেবেন, তা এক রকম নিশ্চিত। তবে সিএসকে কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতের কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ ২০২৪ সালের আইপিএল খেলে অবসর ঘোষণা করতে পারেন ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

হলান্ডদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ায় ম্যান সিটিকে বড় অঙ্কের জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রেফারির ওপর খেলোয়াড়দের চড়াও হওয়ার দায়ে ম্যানচেস্টার সিটিকে ১ লাখ ২০ হাজার পাউন্ড জরিমানা করেছে দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)। এ মাসের শুরুতে প্রিমিয়ার লিগে টটেনহামের বিপক্ষে ৩-৩ ড্র ম্যাচের শেষ দিকে ঘটেছিল এ ঘটনা।

পরবর্তী সময়ে এ ঘটনায় সিটির বিরুদ্ধে খেলোয়াড়দের আচরণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগ আনা হয়। সিটিও খেলোয়াড়দের অসদাচরণের বিষয়টি স্বীকার করেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এবার জরিমানা গুনতে হয়েছে প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নদের।

সিটির বিরুদ্ধে জরিমানার সিদ্ধান্ত জানিয়ে এফএ বলেছে, ৩ ডিসেম্বর প্রিমিয়ার লিগে টটেনহামের বিপক্ষে ম্যাচে ম্যাচ অফিশিয়ালকে খেলোয়াড়েরা ঘিরে ধরায় ম্যানচেস্টার সিটিকে ১ লাখ ২০ হাজার পাউন্ড জরিমানা করা হয়েছে।

সেদিন ম্যাচের ৯৪ মিনিটের খেলা চলছিল তখন। এমন সময় বল নিয়ে আক্রমণে ওঠার চেষ্টায় ফাউলের শিকার হন হলান্ড। তবে দ্রুতই নিজেকে সামলে বল বাড়ান সামনে থাকা গ্রিলিশের উদ্দেশ্যে।

চমৎকারভাবে বাড়ানো বল ধরে গ্রিলিশ গোলমুখে ছুটে যাচ্ছিলেন। পেছনে তখন শুধু দুই টটেনহাম ডিফেন্ডার। গোলের বেশ ভালো সম্ভাবনায় ছিল সিটির সামনে।কিন্তু ঠিক সে সময় রেফারি বাঁশি বাজালে থেমে যেতে হয় গ্রিলিশকে। হলান্ডকে ফাউলের ঘটনায় সিটিকে ফ্রি-কিক দেন রেফারি। এতে বেশ ক্ষুব্ধ হন সিটি খেলোয়াড়েরা। মূলত তাৎক্ষণিকভাবে ফাউল না দিয়ে সিটি গোলের সম্ভাবনা তৈরির পর ফাউল দেওয়ার কারণে রেফারি সাইমন হুপারকে ঘিরে ধরেন হলান্ডসহ অন্য খেলোয়াড়েরা। এতে অবশ্য কোনো লাভ হয়নি। উল্টো হলুদ কার্ড দেখেন হলান্ড। হলান্ড অবশ্য সেটুকুতেই থামেননি। পরে ফাউলের ঘটনার একটি ভিডিও রিটুইট করেন এই স্ট্রাইকার। সঙ্গে ক্যাপশনে জুড়ে দিয়েছেন গালি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এমন শব্দ। ঘটনার পর খেলোয়াড়েরা অবশ্য সিটি কোচ গার্দিওলার সমর্থন পেয়েছিলেন।

'আরও এক বছর খেলতে পারে ওয়ার্নার'

বলছেন ইয়ান হিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: চাইলে আরও এক বছর খেলতে পারেন ডেভিড ওয়ার্নার, এমন বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক উইকেটকিপার ইয়ান হিলি। পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে সিডনি টেস্ট দিয়ে অবসরে যাওয়ার কথা ওয়ার্নারের, এ সিরিজের আগে যাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। এরপর পার্থে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১৬৪ রানের ইনিংস খেলেন ওয়ার্নার।

টেস্টে বেশ কিছুদিন ধরেই ফর্মহীনতায় ভোগা ওয়ার্নার আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন, ঘরের মাঠ সিডনিতেই অবসর নেবেন তিনি। মানে অস্ট্রেলিয়ান গ্রীষ্ম মৌসুমের মাঝপথেই সরে দাঁড়াবেন। তবে ওয়ার্নারের এমন বিদায়ী ঘোষণা দেওয়া বা তাঁকে অবসরের সুযোগ করে দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন তাঁর সাবেক সতীর্থ মিচেল জনসন। বল টেম্পারিং,কাণ্ডে ওয়ার্নারের জড়িত থাকার ব্যাপারেও কথা বলেন তিনি।

ওয়ার্নার টেস্টের প্রথম দিনই শতক করে দিয়েছেন সে সমালোচনার জবাব। ৩৭ বছর বয়সী এ বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের ফিটনেসও মুগ্ধ করেছে হিলিকে। সেন রেডিওকে তিনি বলেছেন, 'তার এই টিকে থাকার ব্যাপারটি ভালো লেগেছে। আমরা সবাই জানি সে কতটা ফিট, কারণ সে উইকেটে তার গতি ধরে রেখেছে। যেভাবে তার পা নড়েছে, যেভাবে এগিয়েছে;খুব ভালো লেগেছে আমার।' মাঠ থেকে বিদায় বলার সুযোগ পাওয়াটা যে তাঁর প্রাপ্য, ওয়ার্নার বুঝিয়েছেন সেটিও। অবশ্য জনসনের সমালোচনার পর প্রকাশ্যেই ওয়ার্নারের সমর্থনে কথা বলে এসেছেন প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি, অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

তবে জনসনের কথার সঙ্গে

আবার একমতই ছিলেন নাকি হিলি। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের অন্যতম সেরা উইকেটকিপার হিলি বলেছেন, 'মিচেল জনসনের সঙ্গে এটুকু ব্যাপারে আমি একমত। সে যেটা বলেছে;কেন বিদায়, তোমার সর্বশেষ তিন বছর ভালো কাটেনি, এখন তুমি কীভাবে অবসর নেবে সেটি বাছাই করছ।'

হিলিই এরপর বলেছেন, 'কিন্তু সে যদি এভাবে ব্যাটিং করে, তাহলে আরেক বছর খেলতেই পারে (আমার মনে হয়)। যতক্ষণ না সে আর না খেলতে চাইছে। এই ফুটওয়ার্ক, ভারসাম্য, ব্যাটের এই গতি;এগুলোই সে মিস করছিল যখ ন দরকার ছিল।'

অবশ্য ওয়ার্নার তেমন কিছু করবেন, সে সম্ভাবনা কমই। যাওয়ার আগে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের সফলতম উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হিসেবে ম্যাথু হেইডেনকে ছুঁয়ে ফেলতে আর ১৩ রান প্রয়োজন তাঁর। সব মিলিয়ে ৮৬৫১ রান করা ওয়ার্নার অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। এ তালিকায় তাঁর ওপরে আছেন রিকি পন্টিং, অ্যালান বোর্ডার, স্টিভ ওয়াহ ও স্টিভেন স্মিথ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**